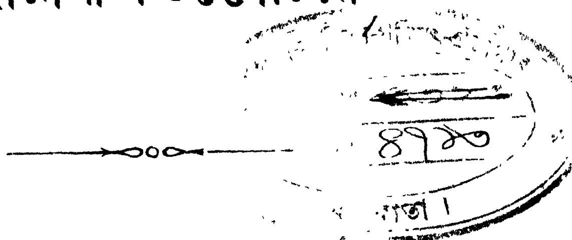
আদর্শ রমণী

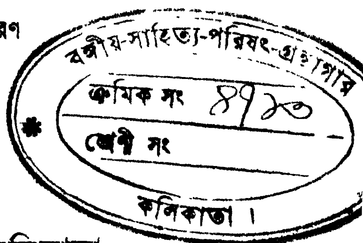
মহারাণী ভিক্টোরিয়া



মধ্যবাঙ্গালা ও মধ্যইংরেজী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী এবং এণ্ট্রেন্স স্কুলের
চতুর্থ বা পঞ্চম শ্রেণীর বালকদিগের পাঠোপযোগী

শ্রীরাজনারায়ণ দাস কর্ত্তৃক রচিত

নূতন সংস্করণ



হেয়ার প্রেস—কলিকাতা

১৩০৬

Calcutta:
PRINTED AND PUBLISHED BY R. DUTT,
HARE PRESS:
46, BECHU CHATTERJEE'S STREET.



বিজ্ঞাপন।

লোকে সম্মুখে আদর্শ রাখিয়া তদভিমুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলে উন্নতিলাভ করে। সম্মুখে আদর্শ না থাকিলে কোন বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষালাভ হয় না; সুতরাং উন্নতির পথে বিঘ্ন ঘটে। অপিচ, প্রকৃত উন্নতিলাভ করিতে হইলে অনুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃষ্ট আদর্শের অনুসরণ করা আবশ্যক। বিশেষতঃ শিশুজীবনে সম্মুখে উচ্চ আদর্শ না থাকিলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ব লাভ হয় না। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জীবন সুদুর্লভ সদ্‌গুণ ও অলৌকিক মহত্ত্বে পূর্ণ। অধিকন্তু, তিনি আমাদের রাজ্যেশ্বরী। সদ্‌গুণালঙ্কৃত রাজচরিত্রই প্রজার আদর্শ। কোমল মতি শিশুগণ যাহাতে এই উচ্চ আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া জীবনে মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে, এই উদ্দেশ্যে আদর্শ-রমণী মহারাণী ভিক্টোরিয়া নাম দিয়া আমাদের বর্ত্তমান রাজ্যেশ্বরীর জীবনচরিত প্রণীত হইল। ইহাতে তাঁহার গৌরবান্বিত পবিত্র জীবনের অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত করিতে সক্ষম হইয়াছি বলিয়া আমি একবারও মনে করি না। তবে কয়েকখানি

ইংরাজী ও বাঙ্গালা পুস্তক হইতে শিশুদিগের শিক্ষার উপযোগী বিষয় সকল সংগ্রহ করিয়া ইহাতে তাঁহার মহত্ত্ব ও হৃদয়ের উচ্চতার আভাস দিতে প্রয়াস পাইয়াছি। কিন্তু কতদুর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা শিক্ষাবিভাগীয় সহৃদয় ব্যক্তিদিগের বিচার সাপেক্ষ। ইতি

শ্রীরাজনারায়ণ দাস।



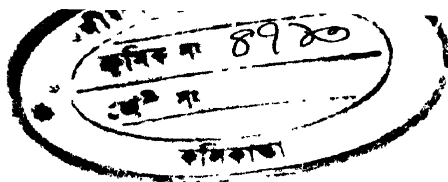
সূচীপত্র।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

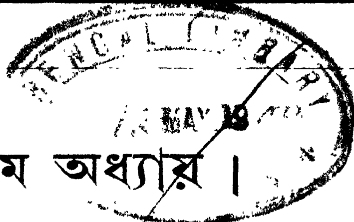
সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।







প্রথম অধ্যায়।

জন্ম ও বংশ বিবরণ।



প্রায় অশীতি বর্ষ অতীত হইল মধুময় মে মাসের চতুর্ব্বিংশদিবসে ইংলণ্ডের এক প্রাচীন রাজপ্রাসাদে আনন্দের চারু-রেখা দেখা দিল। কেন্‌সিংটন নামে এক নির্জ্জন পল্লীতে এই রাজপ্রাসাদ অবস্থিত। রাজকীয় বৈভবের প্রাচুর্য্যে উহা সুরম্য-মূর্ত্তিতে পরিশোভিত না হইলেও বিনোদ-মধুর ছায়াময় পাদপ-রাজী, শ্যামশোভাময় রমণীয় উদ্যান ও শোভাবিলাসী বনবিহঙ্গই উহার সৌন্দর্য্যের প্রধান উপকরণ ছিল। খ্রীষ্টীয় ১৮১৯ অব্দের ২৩শে তারিখের অপরাহ্নে

এই প্রাসাদে কিরীট-শোভিত অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তির সমাগম হইতে লাগিল। সকলের হৃদয়েই আশা ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারীর জন্ম দর্শন করিব।

ক্রমে রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত হইল। ২৪শে তারিখের ঊষার স্নিগ্ধ হাসিরেখা এখনও কেন্‌সিংটনে প্রতিভাত হয় নাই। সুষুপ্তির শান্তি এখনও তথায় পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। এমন সময় কেন্‌সিংটন প্রাসাদের এক সুসজ্জিত কক্ষে ললিত মাধুরীর বিকাশ হইল,—ফুল্লকান্তি মহারাণী ভিক্টোরিয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন। তদুপলক্ষে রাজপরিবারে আনন্দ-স্রোতঃ প্রবাহিত হইল।

মহারাণীর জন্মকালে ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে তৃতীয় জর্জ্জ অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইঁহার চারিটী পুত্র। তন্মধ্যে সর্ব্ব-কনিষ্ঠ এডওয়ার্ডই মহারাণী ভিক্‌টোরিয়ার পিতা। বয়সে সর্ব্বকনিষ্ঠ হইলেও তিনি প্রকৃতিতে সকলের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। পরোপকারিতা, সাধুকার্য্যে সহানুভূতি, প্রীতি, নিরভিমানতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ তাঁহার হৃদয়ের অলঙ্কার ছিল। তিনি ন্যায়ের শাসন উল্লঙ্ঘন করিতে জানিতেন না,

পরহিতসাধনে স্বার্থত্যাগ করিতে কখন কুণ্ঠিত হইতেন না, এবং সাধুসঙ্কল্পের অনুসরণকালে অন্যের ভ্রূকুঞ্চনের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। তাঁহার আত্মার উচ্চতার ও উদার-হৃদয়ের বিমল সান্নিধ্যে বিলাসিতার অধোগামী আবিলস্রোতঃ পৌঁছিতে পারে নাই। তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা ছিল। কিন্তু এই সমস্ত গুণ থাকিলেও তিনি সুখস্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন নাই। অর্থের অনটনে তাঁহাকে চিরজীবন নানাপ্রকার বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইয়াছে। যাহারা সর্ব্ব-জন-সুলভ পদ্ধতির অনুসরণ না করিয়া সাধারণ হইতে একটুকু স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করে, সংসারে এইরূপ বিড়ম্বনালাভ তাহাদের অদৃষ্টলিপি। অন্যান্য ভ্রাতার ন্যায় এড-ওয়ার্ডও যদি উচ্ছৃঙ্খল ও বিলাসপরায়ণ হইতেন, এবং উদারচরিত্র ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার পক্ষপাতী না হইয়া নৃপতিসুলভ গর্ব্ব ও অভিমানের কঠোরতায় সঙ্কুচিত থাকিতেন, তাহা হইলে হয়ত তিনিও অন্যান্য ভ্রাতার ন্যায় পিতার স্নেহ ও মন্ত্রিসমাজের অনুগ্রহলাভে সমর্থ হইয়া প্রচুর বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন। যাহা হউক বৃত্তিস্বরূপ তিনি যে সামান্য অর্থ প্রাপ্ত

হইতেন, তাহাতে ইংলণ্ডে মানসম্ভ্রমের সহিত জীবিকা নির্ব্বাহ করা সুকঠিন দেখিয়া তিনি ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে বেলজিয়মের রাজধানী ব্রাসেল্‌স্‌ নগরে গমন করিলেন। ইংলণ্ডের তুলনায় এস্থলে বাস করা অল্পব্যয়সাপেক্ষ।

জর্ম্মণীতে তাঁহার আত্মীয়স্বজন ছিল। তাহাদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিবার জন্য তিনি সময় সময় সেখানে যাইতেন। একদিন তথায় ভিক্‌টোরিয়া মেরিয়া লুইসার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। লুইসা জর্ম্মণীর অন্তর্গত সেকস্‌কোবার্গ নামক স্থানের ডিউ-কের কন্যা, এবং বেলজিয়মের অধিপতি লিওপোল্ডের সহোদরা। ইংলণ্ডের রাজপরিবারের সহিত এই লিও-পোল্ডের বৈবাহিক সম্বন্ধ দেখা যায়; কারণ ইনি ইংলণ্ডরাজ চতুর্থ জর্জ্জের কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। যাহা হউক লুইসা এই সময়ে অবিবাহিত অবস্থায় ছিলেন না। তাঁহার ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রমকালে লেইনিঞ্জেন নামক স্থানের অধিপতির সহিত তিনি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন এবং ক্রমে তাঁহার একটী পুত্র ও কন্যা জন্মে। লেইনিঞ্জেনের অধিপতি বিবাহের পর অধিককাল জীবিত ছিলেন না। তাঁহার বিয়োগান্তে লুইসা

পুত্রকন্যা লইয়া লেইনিঞ্জেন জনপদের শাসন-সংরক্ষণে নিযুক্ত হন। তাঁহার দেহে যেমন প্রফুল্লকান্তি ছিল, হৃদয়েও তদ্রূপ অসাধারণ শোভা স্থান পাইয়াছিল। ফলতঃ তিনি রূপগুণসম্পন্না বুদ্ধিমতী রমণী ছিলেন। তাঁহার সুমিষ্ট আলাপে, শিষ্ট ব্যবহারে ও নিরভিমান সৌজন্যে কে না প্রীত হইত? রাজকুমার এডওয়ার্ড রূপে ও গুণে মুগ্ধ হইয়া এই বিধবা রমণীর পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক হইলেন। বিশেষতঃ, এই সময়ে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী লিওপোল্ড-পত্নী চার্লট্ কালকবলে পতিত হওয়ায় অবিবাহিত অবস্থায় থাকা তাঁহার নিকট যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না; কারণ রাজসংসারের বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহার সন্তান জন্মিলে সেই সন্তান কালে ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে বসিতে পারিবে বলিয়া তিনি আশা করিলেন। যাহা হউক উভয় পক্ষীয় আত্মীয়বর্গের সম্মতিক্রমে খ্রীষ্টীয় ১৮১৮ অব্দের ২৯শে মে তারিখে রাজপুত্র এডওয়ার্ড ও ভিক্টোরিয়া মেরিয়া লুইসা পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। কিন্তু তিনি যে সামান্য বৃত্তি প্রাপ্ত হইতেন, তদ্দ্বারা সংসারব্যয় নির্ব্বাহ করা দুষ্কর বোধ করিলেন। বৃত্তিবৃদ্ধির জন্য তিনি ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রিসভায় আবে-

দন করিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হইল না। স্থতরাং উপায়ান্তর না দেখিয়া এডওয়ার্ড পত্নীভবনে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি অনেক দিন অর্থ-কষ্ট ভোগ করিয়াছেন। এখন কিছুদিনের জন্য সে কষ্ট দূর হইল; অধিকন্তু তিনি পত্নীর অকৃত্রিম প্রীতি ও অমায়িক পরিচর্য্যায় প্রাণ জুড়াইবার স্থযোগ পাইলেন। বিবাহের অল্পকাল পরেই লুইসার গর্ভ-সঞ্চার হইল। গর্ভস্থ সন্তান ইংলণ্ডে ভূমিষ্ট হওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া এডওয়ার্ড সস্ত্রীক ইংলণ্ডে গমন করিলেন, এবং রাজমন্ত্রিগণের নিদেশানুসারে কেন্‌সিংটন রাজপ্রাসাদে বাস করিতে লাগিলেন। তথায় যথাকালে সন্তান ভূমিষ্ট হইল। এই সন্তানই মহারাণী ভিক্‌টোরিয়া। ইঁহার জন্ম দর্শন করিবার জন্যই খ্রীষ্টীয় ১৮১৯ অব্দের ২৩শে মে তারিখের অপরাহ্নে কেন্‌সিংটন্ প্রাসাদে প্রধান প্রধান ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল, এবং ইঁহারই শুভ জন্ম উপলক্ষে ২৪শে তারিখে রাজসংসারে আনন্দের লহরী উঠিয়াছিল।

জন্মের ঠিক এক মাস পরে মহারাণীর ধর্ম্মদীক্ষা সংস্কার মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইল। প্রধান

প্রধান ধর্ম্মযাজক ও রাজন্যবর্গ এই আনন্দময় ব্যাপারে যোগদান করিয়াছিলেন। যুবরাজ চতুর্থ জর্জ্জ ও রুষসম্রাট্ আলেকজাণ্ডার মহারাণীর ধর্ম্মপিতা হইলেন এবং ওয়ার্টাম্‌বার্গের মৃত রাজার মহিষী ও কোবার্গের মৃত ডিউকের পত্নী তাঁহার ধর্ম্মমাতা হইলেন। এই উপলক্ষে বেলজিয়মের অধিপতি লিওপোল্‌ড্‌ও অনুপস্থিত ছিলেন না। অবশ্য বহু আয়াসে মনের দ্বিধা ত্যাগ করিয়া তিনি চিত্ত সংযত করিয়াছিলেন, নচেৎ এই উৎসবে যোগ-দান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না, কারণ তদীয় মহিষী জীবিত থাকিলে তিনি ইংলণ্ডের রাণী হইতে পারিতেন, একথা অবশ্যই এসময়ে তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছিল।

ইংরেজদিগের নামকরণ সংস্কার ধর্ম্মদীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই সমাহিত হয়। সুতরাং এই সময়ে মহারাণীরও নাম রাখা হইল। এডওয়ার্ড তনয়ার নাম রাখিতে চাহিয়াছিলেন এলিজাবেথ কিন্তু ধর্ম্মদীক্ষাভিষেককালে যুবরাজ চতুর্থ জর্জ্জ তাঁহার নাম রাখিলেন আলেক-জাণ্ড্রিনা। এডওয়ার্ড এই নামের সহিত অন্য কোন নাম যোগ করিয়া দিতে অনুরোধ করিলে

যুবরাজ মহারাণীর জননীর নামও তৎসঙ্গে যোগ করিয়া দিলেন। সুতরাং এডওয়ার্ডের দুহিতা আলেকজান্দ্রিনা ভিক্‌টোরিয়া নামে পরিচিত হইলেন।





দ্বিতীয় অধ্যায়।

শৈশব ও শিক্ষা।



জনক জননীর সতর্কদৃষ্টি, গভীর স্নেহ ও অবিচ্ছিন্ন যত্নে ভিক্টোরিয়া লালিত ও পালিত হইয়া জীবনের ষষ্ঠমাসে পদার্পণ করিলেন। এই সময়ে এডওয়ার্ড স্ত্রী ও কন্যার স্বাস্থ্যের উন্নতিসাধন কল্পে স্থানান্তরে যাওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া সমুদ্র-তীরবর্ত্তী মনোরম নগর সীডমাউথে গমন করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। সেখানে জলধিজলের সুখ-শীতল দৃশ্যে ও সমীরণের স্বাস্থ্যকর প্রবাহে

তাঁহার স্ত্রী ও কন্যার দেহ সমধিক উন্নতি লাভ করিল।

তথায় একদিন ভিক্টোরিয়া দৈবাৎ অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হন। এডওয়ার্ডের আবাসের নিকটেই কোন বালক একটী পক্ষী লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িতেছিল। বন্দুকের কয়েকটী গুলি সেই আবাসের একটী ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া ভিক্টোরিয়ার মস্তকের অতি নিকট দিয়া চলিয়া যায়। ভিক্টোরিয়া তখন ধাত্রীর ক্রোড়ে বিশ্রাম করিতেছিলেন। অপরাধী বালক এডওয়ার্ডের সমীপে আনীত হইলে তিনি তাহাকে সাবধান হইতে উপদেশ দিয়া বিদায় দিলেন। যাঁহার হৃদয় উদারতা ও ক্ষমাশীলতায় পূর্ণ, তিনি কি কখন শাস্তি দিতে পারেন ?

কুক্ষণেই এডওয়ার্ড সীডমাউথ নগরে যাত্রা করিয়াছিলেন। অল্পদিন হইল তাঁহার কন্যার জীবনের উপর আঘাত হইবার উপক্রম হইল ; তিনমাস অতীত না হইতেই আবার তাঁহার নিজের জীবনের উপর আঘাত ! বিপদের কালাকাল বা পাত্রাপাত্র ভেদ নাই। খ্রীষ্টীয় ১৮২০ অব্দের ১৩ই জানুয়ারী তারিখে তিনি ভ্রমণ করিতে বহির্গত হন ;

বহুদূর ভ্রমণের পর অপরাহ্নে গৃহে প্রত্যাগমনের সময় হঠাৎ বৃষ্টি হয় ; সুতরাং তিনি আর্দ্র বস্ত্রে গৃহ প্রবেশ করেন। এমন সময় সম্মুখে তনয়ার লাবণ্যময় বদনকমল দেখিতে পাইলেন। অমনি তাঁহার হৃদয় অপত্যস্নেহে পূর্ণ হইয়া গেল, তিনি নিজের অবস্থার বিষয় বিস্মৃত হইলেন। আর্দ্র-শরীরেই তিনি কন্যাকে আদর ও সোহাগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে বড়ই কুফল ফলিল। অচিরেই তাঁহার শরীরে সর্দ্দির লক্ষণ প্রকাশ পাইল, ক্রমে অন্যান্য উপসর্গ দেখা দিল, এবং সপ্তাহকাল মধ্যেই তিনি পরলোক গমন করিলেন।

এই ঘোর বিপদে পতিত হইয়া এডওয়ার্ডের দুঃখিনী বনিতা লুইসা সংসার শূন্য দেখিতে লাগিলেন। নিরন্তর অশ্রুবর্ষণ ভিন্ন তিনি হৃদয়ের আগুন নিবাইবার আর কোন উপায় দেখিলেন না। সান্ত্বনায় দুঃখের কতক উপশম হয় বটে, কিন্তু কৈ, ইংলণ্ডের কেহই ত তাঁহার চক্ষের জল মুছাইতে আসিল না। তিনি মূর্ত্তিমতী শোকের ন্যায় সতত ম্রিয়মাণ হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন, ইংলণ্ডের কেহই তাঁহার মুখপানে চাহিল না।

প্রিয়মুখে সম্ভাষণ করিবার জন্য, সান্ত্বনার ভাষায় দুকথা বলিয়া তাঁহার হৃদয়ের দুঃখ চাপা দিবার জন্য আসিলেন ভ্রাতা লিওপোল্ড্। তাঁহার সান্ত্বনা-বাক্যে লুইসা কিয়ৎপরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইলেন, এবং তাঁহার সমভিব্যাহারে কন্যা লইয়া কেন্‌সিংটনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। লুইসার হৃদয়ে পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল। অল্পদিন পূর্ব্বে তিনি স্বামী-সোহাগিনী হইয়া হাসিমুখে কেন্‌সিংটন্ ত্যাগ করিয়াছিলেন, এখন পতিহীনা দুঃখিনী সাজিয়া অশ্রুসিক্তমুখে কেন্‌সিংটনে পুনঃ প্রবেশ করিলেন। কি বিপজ্জনক অবস্থাবিপর্য্যয়! কিন্তু তিনি দুঃখে একেবারে অবসন্ন হইলেন না। ভিক্টোরিয়ার চিন্তা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি না দেখিলে সুকুমারী ভিক্টোরিয়ার দশা কি হইবে? কে তাঁহাকে যত্নের সহিত সুশিক্ষা প্রদান করিবে,—তাঁহার শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনে কে প্রয়াস পাইবে? এই সব চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে প্রবল হইল। মনকে প্রবোধ দিয়া তিনি অনন্যগতি তনয়ার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন।

মাতা ও দুহিতায় প্রগাঢ় প্রীতি ছিল। একে

অন্যকে অধিকক্ষণ না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। ভিক্টোরিয়ার বৈপিত্রেয় ভগিনী ফিওডোরাও এই সময়ে কেনসিংটন প্রাসাদে আসিয়া বাস করিতে-ছিলেন। কোমলমতি বালিকা হইলেও তিনি ভিক্টোরিয়াকে ভাল বাসিতেন। বস্তুতঃ, ফিওডোরা ভিক্টোরিয়ার খেলার প্রিয় সাথী হইলেন। জননী লুইসা অতিযত্নে ও সাবধানে ভিক্টোরিয়ার চিত্ত-মুকুরে সৎপ্রকৃতি প্রতিবিম্বিত করিতে লাগিলেন। তিনি জানিতেন শৈশবে শিশুর কোমল হৃদয়ে যেরূপ চিত্র অঙ্কিত হয়, তাহার জীবনও তদনুসারে গঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং ভিক্টোরিয়া যাহাতে সৎস্বভাবা হয়, তৎপ্রতি তিনি এই সময় হইতেই মনোযোগী হইলেন। সময় সময় যখন ফিওডোরা ভগিনী ভিক্টোরিয়াকে ক্ষুদ্র গাড়িতে বসাইয়া প্রাসাদের উন্মুক্ত ভূমিতে বিচরণ করিতে করিতে উহা টানিতেন,তখন লোক সকল আপন আপন টুপী মস্তক হইতে উত্তোলন করিয়া ভিক্টোরিয়ার সম্মান করিত। ভিক্টোরিয়াও শিষ্টপদ্ধতি অনুসারে প্রতি-সম্মান করিতে বিস্মৃত হইতেন না। এক দিন তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "ভদ্রলোকেরা আমাকে

দেখিয়া মাথার টুপী উঠায়, ফিওডোরাকে দেখিয়া তদ্রূপ করে না কেন ?” তিনি জানিতেন না যে সময় রূপ যবনিকার অন্তরালে বিধাতা তাঁহার বসিবার জন্য ইংলণ্ডের রাজসিংহাসন সাজাইয়া রাখিয়াছেন। বস্তুতঃ, তিনি রাণী হইবেন একথা জানিলে পাছে তিনি অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া উঠেন, এই ভয়ে অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে এ বিষয় জানিতে দেওয়া হয় নাই।

লুইসা সকল বিষয়েই নিয়মের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি জানিতেন কোন কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত সমাহিত করিতে হইলে উহাকে নিয়মানুগত করা চাই, নচেৎ নানা বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা। এজন্য তিনি ভিক্টোরিয়াকে নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া চলিতে অভ্যস্ত করিয়াছিলেন। এই অভ্যাস অনুসারে ভিক্টোরিয়া প্রতিদিন শয্যাত্যাগের পর জননীর সহিত ঈশ্বরোপাসনা সমাপন করিয়া বেলা আট ঘটিকার সময় তাঁহার পার্শ্বে পূর্ব্বাহ্ণ ভোজন করিতে বসিতেন ; তৎপরে ফিওডোরার সহিত কখন পদ-ব্রজে কখন বা শকটারোহণে ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইতেন ; এক ঘণ্টা কাল এইরূপে অতিবাহিত

করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিতেন ; বেলা দশটা হইতে বারটা পর্য্যন্ত পাঠে মনোনিবেশ করিতেন ; পাঠাভ্যাস হইয়া গেলে খেলায় রত হইতেন ; অপরাহ্ণ দুইটার সময় মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করিয়া আবার কিছুকাল অধ্যয়ন করিতেন ; তৎপর পুনরায় ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, কখন বা বন্ধু বান্ধবের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতেন ; ইহার পরেও বৃষ্টিবাদল না থাকিলে তাঁহারা সকলে মিলিয়া তরুতলে শষ্পশ্যামল সমতল ভূমিতে বসিয়া কথা বার্ত্তা ও হাসি কৌতুকে কিয়ৎ-কাল অতিবাহিত করিতেন। রাত্রিকালে জননীর সহিত ভোজন করিয়া তিনি কিছুকালের জন্য ধাত্রীর সহিত খেলা করিতেন, এবং অবশেষে ফলাদি আহার করিয়া রাত্রি ৯টার সময় জননীর পার্শ্ববর্ত্তী নিজের বিছানায় গিয়া শয়ন করিতেন।

রাজ পরিবারে ভোগবিলাসের মাত্রা কিছু বেশী দেখা যায় সত্য, কিন্তু এই সকল নিয়মের বশবর্ত্তি-তায় ভিক্টোরিয়া বিলাসিতার সংস্পর্শে আসিতে পারেন নাই ; প্রত্যুত তিনি জ্ঞান, ধর্ম্ম, সুনীতি, ও সৎপ্রকৃতি শিক্ষা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে মনোযোগ দিবার অবসর পাইতেন না। জননীর তত্ত্বাবধানে

তিনি সর্ব্বদা বিশুদ্ধ আমোদে ও শিক্ষাপ্রদ ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিতেন ; কুভাব বা কুদৃশ্য তাঁহার পবিত্র সান্নিধ্যে আসিবার পথ পাইত না। বুদ্ধিমতী লুইসা জানিতেন জাগ্রত অবস্থায় মন কার্য্য না করিয়া থাকিতে পারে না,—কোন না কোন বিষয়ে উহা খেলিবেই। ভাল ভাব বা ভাল দৃশ্য মনের সম্মুখে ধরিলে মনের গতি সচরাচর সেই দিকেই যায় ; আর মনকে খেলার সামগ্রী না দিলে হয়ত মন একটা না একটা বিষয়ে ধাবিত হয়। ফলতঃ, মনকে নিযুক্ত না রাখিলে মনের গতি কোন্ দিকে হয়, তাহা বলা যায় না। এজন্য লুইসা তনয়াকে অবসর দিতেন না,—তাঁহাকে কোন না কোন বিষয়ে লিপ্ত রাখিতেন। লোকে সাধারণতঃ মনে করে কার্য্য হইতে বিরাম লাভ করার নাম অবসর, কিন্তু লুইসার ধারণা ছিল কোন কার্য্য হইতে বিরত হইয়া যাহাতে চিত্তের প্রসাদ জন্মে, মনে স্ফূর্ত্তি হয়, হৃদয় এক অভিনব ভাবে নাচিয়া উঠে, এরূপ ব্যাপারে যোগদান করাই অবসরের প্রকৃত অর্থ। এই ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া লুইসা নিয়ম করিয়াছিলেন ভিক্টোরিয়া অধ্যয়নের মানসিক ক্লান্তির পর খেলার অবসর পাইবেন।

ভিক্টোরিয়া ক্রমে জীবনের তৃতীয় বৎসরে উপনীত হইলেন। জননীর দৃষ্টি কন্যার শিক্ষার প্রতি আরও একটুকু বেশী আকৃষ্ট হইল, এবং কন্যাও যেন জননীর হৃদয়ে আরও একটুকু বেশী প্রীতিস্থাপন করিলেন। জননীর আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া, জননীর উপদেশে কর্ণপাত করিয়া, এবং জননীর অনভিমত বিষয়ে অশ্রদ্ধা দেখাইয়া ফুল্লমূর্ত্তি ভিক্টোরিয়া আদর্শ জীবনের ক্রম শিক্ষা করিতে লাগিলেন। অনুশীলনে জীবন গঠিত হয়, জীবনে মহত্ত্বের সঞ্চার হয়। এই মহামন্ত্র সর্ব্বদা স্মরণে রাখিয়া লুইসা কন্যাকে উচ্চতার দিকে পরিচালিত করিতে প্রয়াস পাইলেন।

এই সময়ে ভিক্টোরিয়ার জীবনে আর এক দুর্ঘটনা ঘটিল। একদিন তিনি মাতার সহিত শকটারোহণে ভ্রমণ করিতেছিলেন, এমন অবস্থায় হঠাৎ তিনি শকটের সম্মুখে পড়িয়া যান; গাড়িখানিও উল্টাইয়া গিয়াছিল। হয়ত তিনি এই সময়ে একেবারে নিষ্পেষিত হইয়া যাইতেন কিন্তু মঙ্গল-সঙ্কল্প ভগবানের কৃপায় তিনি রক্ষা পাইলেন। এক জন সৈনিক পুরুষ তাঁহাকে তাঁহার পোষাক দ্বারা ধারণ করিয়া নিরাপদস্থানে লইয়া গেলেন। সৈনিকের

ক্ষিপ্রতায় কন্যা আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা পাইল দেখিয়া লুইসা তাহার প্রতি বড়ই তুষ্ট হইলেন, এবং প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ তিনি পরে তাহার নিকট পাঁচ পাউণ্ড মুদ্রা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সৈনিক পুরু-ষের এই উপকার বহু দিনেও লুইসার কৃতজ্ঞ হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হয় নাই।

ভিক্টোরিয়া জীবনের চতুর্থ বৎসরে পদার্পণ করিলেন। সে দিন তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত চতুর্থ জর্জ্জ তাঁহাকে হীরকখচিত নিজের এক রাজপ্রতিমূর্ত্তি উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। এই কোমল বয়সেই নানা বিষয়ে ভিক্টোরিয়ার বোধ জন্মিয়াছিল। যে বয়সে সুশ্রাব্যতা, শ্রুতিকঠোরতা বা স্বরের সামঞ্জস্য বিষয়ে বিশেষ বোধ থাকে না, এবং প্লুতস্বর বিশেষই সঙ্গীতের অবয়ব বলিয়া প্রতি-ভাত হয়, তখন সঙ্গীতে তন্ময় হওয়া সামান্য ব্যাপার নহে। সঙ্গীতের প্রকৃতি কতক অনুভব করিয়া যদি কেহ হৃদয়ে সুখ পায়, তবেই সঙ্গীত শ্রবণে সচরাচর তাহার এরূপ তন্ময়তা জন্মে। ভিক্টোরিয়ার পক্ষেও তাহাই হইয়াছিল। সঙ্গীতের অমৃতময় লহরী এই অল্প বয়সেই তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ

বিস্তার করিত, এবং তিনি তন্ময় হইয়া সেই সময়ের জন্য কেবল তাহাই শুনিতেন। বস্তুতঃ তিনি জননীর নিকট হইতে সঙ্গীতের প্রতি এই অনুরাগ লাভ করিয়াছিলেন।

লেজেন নামে একজন গুণবতী রমণীর সহিত লুইসার চির সৌহার্দ্দ্য ছিল। তাঁহারই হস্তে তিনি কন্যার শিক্ষাভার ন্যস্ত করিলেন। কোমল হৃদয়ে বিদ্যার প্রতি অনুরাগ জন্মাইয়া দিতে তিনি বড় সুনিপুণ ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার অন্যান্য অনেক গুণ ছিল। সেই সকল গুণের পক্ষপাতিনী হইয়া তিনি ভিক্টোরিয়ার শিক্ষাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেন। তিনি যে কেবল পুস্তক পাঠ করাইয়া শিক্ষা দিতেন, তাহা নহে। যখন যে ভাবে শিক্ষা দেওয়া তিনি সুবিধা-জনক মনে করিতেন, তখন তিনি সেই ভাবে শিক্ষা দিতেন। কখন কখন তিনি খেলার ছলে এরূপ সুপ্রণালীতে শিক্ষা দিতেন যে ভিক্টোরিয়া তাহা খেলা ব্যতীত শিক্ষা বলিয়া একবারও মনে করিতেন না। তিনি রাজদরবারের আচার পদ্ধতি শিক্ষা দিবার জন্য এক অভিনব উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কতকগুলি পুতুল সংগ্রহ করিয়া

তিনি সে গুলিকে রাজদরবারের অণুকরণে সাজাইতেন, এবং তৎপর রাজদরবারে যেরূপ নানাবিষয়ের প্রস্তাব, বিচার, মীমাংসাদি বিশেষ বিশেষ প্রণালী অনুসারে সংঘটিত হইয়া থাকে, লেজেনও তদ্রূপ তাঁহার পুতুলের রাজদরবারে সেই সকল বিষয়ের যথাযথ অনুসরণ করিতেন এবং ভিক্টোরিয়াকে তদ্রূপ করিতে বলিতেন। ভিক্টোরিয়া এইরূপে রাজকার্য্যের স্থূল স্থূল বিষয় গুলি তাঁহার অজ্ঞাতসারে শিখিয়া ফেলিলেন।

ক্রমে ভিক্টোরিয়ার বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর হইল। তাঁহার শিক্ষার জন্য ক্রমশঃ আরও একজন উপযুক্ত লোক নিযুক্ত হইলেন। ইঁহার নাম ডাক্তার ডেভিস্। ইংলণ্ডে কেম্ব্রিজ নামে একটী বিশ্ব-বিদ্যালয় আছে। ডাক্তার ডেভিস্ এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অতি উচ্চ শ্রেণীর উপাধি লাভ করিয়া-ছিলেন। যাহাহউক, এই সুবিজ্ঞ ডাক্তার ডেভিস্ ভিক্টোরিয়াকে গুরুতর বিষয়সমূহে রীতিমত শিক্ষা দিতে লাগিলেন। প্রকৃত পক্ষে এই সময় হইতেই যথা নিয়মে ভিক্টোরিয়ার বিদ্যাশিক্ষারম্ভ হইল। পূর্ব্বাপরই তাঁহার পাঠে মনোযোগ ছিল। বিশেষতঃ

তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি প্রখর থাকায় তিনি যে বয়সে ইংরেজী ও জর্ম্মণ ভাষায় সাধারণ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, সে বয়সে হয়ত অনেকে কেবল মাতৃভাষার স্থূল বিষয়গুলিও শিখিতে পারে না। লুইসা তাঁহার মুখে জর্ম্মণ ভাষায় কথা শুনিতে বড়ই ভাল বাসিতেন। এজন্য জননীর নিকট কোন আব্‌দার বা অনুরোধ করিতে হইলে তিনি জর্ম্মণ ভাষা ব্যবহার করিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে জর্ম্মণ ভাষা যখন মাতার এত প্রিয়, তখন সেই ভাষায় প্রার্থনা করিলে প্রত্যাখ্যানের সম্ভাবনা কম। বাল্য-কাল হইতেই তিনি এইরূপ সামান্য সামান্য বিষয়েও বুদ্ধি চালনা করিয়া কার্য্য করিতেন। কোন ঘটনা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইলে, তাহার কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় না করিয়া তিনি কখন ক্ষান্ত হইতেন না। লুইসাও কন্যার পর্য্যবেক্ষণক্ষমতা সাধ্যানুসারে বৃদ্ধি করিতে সতত যত্ন করিতেন। তিনি কখন তাঁহাকে পশুশালায় লইয়া গিয়া পশুদিগের স্বভাব ও আচার ব্যবহার শিক্ষা দিতেন, কখন চিত্রালয়ে গমনপূর্ব্বক তাঁহার শোভানুভাবকতা বৃদ্ধি করিতেন, কখন বা দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া কন্যার ঐতিহাসিক ও

ভৌগোলিক জ্ঞানের উন্নতি সাধন করিতেন, এবং নানা শ্রেণীর লোকের সংস্পার্শে আসিয়া তাঁহাকে মানবচরিত্র শিক্ষা দিতেন।

একস্থানে অধিককাল অবস্থান করিলে নিত্য একবিধ বস্তুর দর্শনে চিত্তের অবসাদ জন্মে। এই অবসাদ দূর না করিলে কার্য্যে উৎসাহ থাকে না। সুতরাং ভিক্টোরিয়ার চিত্ত যেন অবসাদ গ্রস্ত না হয়, এই উদ্দেশ্যে লুইসা প্রতি বৎসর গ্রীষ্মকালে সমুদ্র ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহারা সময়ে সময়ে রাম্‌সগেট নামক স্থানেও গমন করিতেন। এখানে ভিক্টোরিয়া উৎফুল্ল-হৃদয়ে সমুদ্রের বেলা ভূমিতে ভ্রমণ করিতেন; কখন কখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালা খেলিতে খেলিতে আসিয়া তাঁহার ক্ষুদ্র চরণে গড়াইয়া পড়িত। একদিন তিনি পথ দিয়া যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন একজন ভিখারিণী এক ব্যক্তির দ্বারদেশে বসিয়া রহিয়াছে। তাহার মুখ মলিন, শরীর অবসন্ন, এবং বেশ দীনতাব্যঞ্জক। তাহার এই অবস্থা দর্শনে ভিক্টোরিয়ার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইল। তিনি অবিলম্বে গৃহ হইতে কয়েকটী মুদ্রা আনিয়া ভিখারিণীকে দিলেন। এইরূপে নানা

স্থানের নানা ভাব ও নানা দৃশ্যে ভিক্টোরিয়ার চিত্তের সজীবতা রক্ষা হইত।

বাল্যকাল হইতেই ভিক্টোরিয়ার সত্যানুরাগ অত্যন্ত প্রবল। কি লঘু,, কি গুরু, সকল বিষয়েই তুল্যভাবে তিনি সত্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন। একদা যখন ডাক্তার ডেভিস ভিক্টোরিয়াকে শিক্ষা দিতে ছিলেন, তখন পাঠ সমাপনের জন্য ভিক্টোরিয়া বড়ই অধীরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এমন কি দুই একবার অবাধ্যতাচরণও করিলেন। তথায় শিক্ষয়িত্রী লেজেন তখন উপস্থিত ছিলেন। লুইসা আসিয়া কন্যার আচরণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, লেজেন বলিলেন, "তিনি একবার কিঞ্চিৎ বিরক্ত করিয়াছেন।" এই কথায় ভিক্টোরিয়ার হৃদয়ে প্রকৃত ঘটনা জাগিয়া উঠিল, তিনি লেজেনের গায়ে হস্ত দিয়া বলিলেন, "না, লেজেন, একবার নয়,—দুইবার; আপনার কি স্মরণ নাই যে আমি দুইবার বিরক্ত করিয়াছি?" এইরূপে ভিক্টোরিয়া অবনত মুখে নিজের ত্রুটি স্বীকার করিলেন। সত্যের সেবা করা যাঁহার জীবনের ব্রত, মিথ্যা কথায় তিনি বড়ই ব্যথিত হন।

রাজ পরিবারে অমিতব্যয়িতায় দৃষ্টান্ত বিরল নহে। রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অনেকে ব্যয়-বিষয়ে অন্যকর্ত্তৃক অতিক্রান্ত হইতে লজ্জা ও অপমান বোধ করেন। বাল্যকাল হইতেই ভিক্টোরিয়া এই শ্রেণীর লোক নহেন। অল্প আয়ে মানসম্ভ্রমের সহিত কিরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তাহা তিনি মাতার জীবনে বিশেষরূপে দেখিয়াছেন। তাঁহার জীবনও তদনুরূপ গঠন প্রাপ্ত হইয়াছে। ফলতঃ, শৈশবে তিনি মিতব্যয়ী ছিলেন, ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন না। অধিকন্তু, তাঁহার সাতিশয় আত্মসংযম ছিল,—বয়সে শিশু হইলেও তিনি স্বীয় প্রবৃত্তি দমনে রাখিতে পারিতেন। একদিন তিনি শিক্ষয়িত্রী লেজেনের সহিত বাজারে গিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয়দিগকে উপহার দিতে মনস্থ করিয়া তিনি তদুপযোগী দ্রব্যাদি কিনিলেন, এবং তাহাতে তাঁহার হাতের সমস্ত টাকা খরচ হইয়া গেল; এমন সময় তাঁহার আর এক আত্মীয়ের কথা মনে পড়িল। তিনি তাহার জন্য একটী বাক্স পছন্দ করিলেন এবং দোকানদার সেটীকে তাঁহার অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে রাখিয়া দিল। কিন্তু শিক্ষয়িত্রী তাহাকে তিরস্কার

করিয়া বলিল, "রাজকুমারীর হাতে এখন আর টাকা নাই,—তিনি কি দিয়া উহা কিনিবেন? ওটী এখন কেনা হইল না।" ভিক্টোরিয়া দ্বিরুক্তি করিলেন না। কিন্তু দোকানদার বাক্সটী উঠাইয়া রাখিয়া বলিল, রাজকুমারীর জন্য উহা গচ্ছিত রহিল, অন্য কাহার নিকট এটী বিক্রয় করা হইবে না, তাঁহার হাতে টাকা হইলে তিনি এটী কিনিবেন।" ভিক্টোরিয়া ইহাতে সায় দিলেন এবং হাতে টাকা হইলে একদিন সেই দোকানে গিয়া বাক্সটী কিনিয়া আনিলেন।

শিশুগণ সচরাচর এক এক খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করে। তাহাদের মতির স্থিরতা থাকে না। তাহাদের প্রায় সকল কার্য্যই অব্যবস্থিত। ভিক্টোরিয়ার চরিত্রে যেন এই দোষ না ঘটে, তৎপ্রতি শিক্ষয়িত্রী লেজেনের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। ঘাসের স্তূপ করা ইংরেজ শিশুদিগের এক প্রকার আমোদ। একদিন ভিক্টোরিয়া এই ক্রীড়ায় রত হইয়াছিলেন কিন্তু তাহা সমাপ্ত না হইতেই অন্য এক নূতন বিষয়ে তাঁহার মন আকৃষ্ট হইল। তিনি আরব্ধ ক্রীড়া ত্যাগ করিয়া তৎপ্রতি ধাবিত হইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু শিক্ষয়িত্রী লেজেন তাঁহাকে

বাধা দিয়া বলিলেন, "না, রাজকুমারি, তাহা হইবে না,—তুমি যাহা আরম্ভ করিয়াছ, তাহা সমাপ্ত না করিয়া অন্যবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।" আরব্ধ ক্রীড়ার শেষ হইলে পর ভিক্টোরিয়া অন্যবিধ আমোদে লিপ্ত হইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে তাঁহার চরিত্রে অস্থির-চিত্ততা স্থান পায় নাই; প্রত্যুত শৃঙ্খলার সহিত কার্য্য করিবার শক্তি বাল্যকালেই তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধ-মূল হইয়াছিল।

ভিক্টোরিয়া বাল্যকালে যে গুণমালায় বিভূষিত হইয়াছিলেন, ঈশ্বরভক্তি তাহার মধ্যমণি। তিনি প্রতিদিন মাতার সহিত ঈশ্বরোপাসনা করিতেন এবং ডাক্তার ডেভিসের নিকট হইতে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষা করি-তেন। বস্তুতঃ, ভূতভাবন ভগবানের আরাধনা করিতে তিনি বড়ই ভাল বাসিতেন। বিভুর মহিমা-গান শুনিলে তাঁহার হৃদয়ে আনন্দ হইত। প্রতি রবিবারে তিনি জননীর সহিত নিয়মিতরূপে ভজনালয়ে গিয়া উপাসনা করিতেন। কন্যার ধর্ম্মজ্ঞানবৃদ্ধি করিবার জন্য লুইসা নিয়ম করিয়াছিলেন যে, ভজনা-লয়ে যে উপদেশ দেওয়া হয়, বাড়ীতে আসিয়া

ভিক্টোরিয়াকে তাহার মর্ম্ম পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে। এই নিমিত্ত ভিক্টোরিয়া ভজনালয়ে অতি মনোযোগের সহিত ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতেন। একদিন তিনি ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে উপবিষ্ট রহিয়াছেন, এমন সময়ে একটী বোলতা আসিয়া তাঁহার মুখের চারিদিকে উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। পাছে বোল্তাটী ভিক্টোরিয়াকে দংশন করে, এই ভয়ে তাঁহার সমীপ-বর্ত্তী লোকেরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল। কিন্তু ধর্ম্মো-পদেশ শ্রবণে তিনি এত গভীর মনঃসংযোগ করিয়া-ছিলেন যে বোল্তার সমাগম তিনি জানিতে পারেন নাই। ভক্তির উচ্ছ্বাসে হৃদয়ে অন্য চিন্তা তিষ্ঠিতে পারে না।

এইরূপে জননীর যত্ন ও শিক্ষকদিগের সুশিক্ষা এবং সদুপদেশে ভিক্টোরিয়ার হৃদয় শৈশবেই জ্ঞানা-লোকে আলোকিত ও নানা গুণে অলঙ্কৃত হইয়া উঠিল। তিনি পরের দুঃখে কাঁদিতে শিখিলেন; পরের অশ্রু মুছাইতে প্রীতি অনুভব করিতে লাগি-লেন; শিষ্ট শান্ত, ও বিনম্র ব্যবহারে লোকের প্রীতি আকর্ষণ করিলেন; নানা ভাষায় এবং নানা বিদ্যায় অভিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার শারীরিক উন্নতির

দিকেও লুইসার দৃষ্টি ছিল। তিনি প্রতিদিন কিছু কালের জন্য কন্যাকে অঙ্গসঞ্চালন সাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। জননীর অভিপ্রায়ানুসারে ভিক্টোরিয়া প্রতিদিন বাগানের ফুল গাছে স্বহস্তে জল সেচন করিতেন। কখন শকটারোহণে, কখন বা অশ্বারোহণে তিনি ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। এতদ্ভিন্ন তিনি প্রত্যহ নিয়মিতরূপে ব্যায়াম করিয়া স্বাস্থ্যরক্ষা ও অঙ্গের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতেন।

এইরূপে ভিক্টোরিয়া শৈশবকালের সদ্ব্যবহারে মন রাখিয়া জীবনের অষ্টম বর্ষ অতিক্রম করিলেন। এই সময়ে রাজ পরিবারে এক ঘটনা ঘটিল। ইহার সহিত ভিক্টোরিয়ার জীবনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। খ্রীষ্টীয় ১৮২৭ অব্দের জানুয়ারী মাসের পঞ্চম দিবসে তৃতীয় জর্জ্জের দ্বিতীয় পুত্র নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। সুতরাং ভিক্টোরিয়া রাজ সিংহাসনের আরও একটুকু নিকটে আসিলেন। তাঁহার মাতাও যেন আরও একটুকু বেশী উৎসাহের সহিত কন্যার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে প্রয়াস পাইলেন।

রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অনেকেই অভিমানের

সঙ্কীর্ণতায় সঙ্কুচিত থাকেন। তাঁহারা প্রাণ খুলিয়া অন্যের সহিত কথা কহেন না, সরলভাবে অন্যের সহিত মিশিতে ভাল বাসেন না, এবং অধিক কি— তাঁহারা সহজে লোক লোচনের গোচর হন না। পাছে ঐরূপ ব্যবহারে তাঁহাদের গাম্ভীর্য্য নষ্ট হয়, বা মানমর্য্যাদার হানি হয়, এই ভয়ে তাঁহারা সতত কুণ্ঠিত থাকেন। ভিক্টোরিয়ার চরিত্রে যেন এই ভাব স্পর্শ না করে, তদ্বিষয়ে লুইসার বিশেষ যত্ন ছিল। তাঁহার শিক্ষা ও তত্ত্বাবধানে ভিক্টোরিয়া সকল সময়েই প্রফুল্ল, সকলের প্রতিই প্রসন্ন, এবং এমন কি,—লোকে যাহার মুখ পানে চায় না, তাহার কাছে যাইতে বা দয়ার্দ্র তাহাকে দু কথা বলিতে তিনি কখন কুণ্ঠিত হইতেন না।

এখনও ভিক্টোরিয়ার বয়স এগার বৎসর হয় নাই। এই অল্প বয়সেই তিনি ফরাসী ও জর্ম্মণ ভাষায় সহজে মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিতেন, লাটিন ও ইটালীয় ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, এবং গ্রীক ভাষার অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইংরেজী ভাষার ত কথাই নাই।

সে ভাষা তিনি সর্ব্ব প্রথমেই শিখিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন অঙ্কশাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতালাভ হইয়াছিল। বিজ্ঞানচর্চ্চায় তাঁহার অনুরাগ ছিল। বিশেষতঃ, সুকুমার বিদ্যার অনুশীলন করিতে তিনি অপার আনন্দ অনুভব করিতেন।

খ্রীষ্টীয় ১৮৩০ অব্দের জুন মাসে চতুর্থ জর্জের মৃত্যু হইল। তৃতীয় জর্জ্জের তৃতীয় পুত্র চতুর্থ উইলিয়ম নাম ধারণ করিয়া রাজ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। পূর্ব্বে ইঁহার দুইটী সন্তান হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা কেহই এখন জীবিত নাই। খ্রীষ্টীয় ১৮২০ অব্দের পূর্ব্বেই তাহারা কাল কবলে পতিত হয়। এরূপ অবস্থায় ভিক্টোরিয়াই যে ভাবী ইংলণ্ডেশ্বরী তাহা স্পষ্টতঃ দেখা গেল। বিশেষতঃ, এই সময়ে চতুর্থ উইলিয়মের আর সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং ভিক্টোরিয়া তাঁহার উত্তরাধিকারিণী হইবেন এরূপ বোধ করিয়া ইংলণ্ডরাজ উইলিয়ম রাজকীয় রীতিনীতি শিক্ষার জন্য তাঁহাকে সর্ব্বদা রাজদরবারে যাতায়াত করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু এই সময়ে রাজ দরবার ভোগ বিলাসের অভিনয় স্থান ছিল। তথায় কুরুচি, কুভাব, ও

বিলাসিতার স্রোতঃ প্রখরভাবে বহিত। ভিক্টোরিয়ার চরিত্রে পাছে সেই সকল দোষ সংক্রমিত হয়, এই ভয়ে লুইসা তাঁহাকে রাজদরবারের বিশেষ সংস্পর্শে আসিতে দিতেন না। তিনি বহু যত্ন ও আয়াস স্বীকার করিয়া কন্যার হৃদয়ের পবিত্রতা রক্ষা করিতে লাগিলেন, এবং সেই সঙ্গে রাজনীতি শিক্ষা দিয়া তাঁহাকে রাজ সিংহাসনের উপযোগা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যেখানে মদ্যপায়িগণ একত্রে হইয়া নানা প্রকার কুৎসিত ব্যাপারের অভিনয় করিত, সেই কদর্য্য রাজসভায় বিশুদ্ধ স্বভাবা স্বীয় তনয়াকে তিনি কিরূপে প্রেরণ করেন? ইহাতে তিনি রাজার বিরাগভাজন হইয়াছিলেন কিন্তু তথাপি তিনি কন্যাকে তথায় সচরাচর যাতায়াত করিতে দিতেন না।

ভিক্টোরিয়া দ্বাদশবর্ষে উপনীত হইলেন। সকলের চক্ষেই তিনি ইংলণ্ডের ভাবী অধীশ্বরী বলিয়া প্রতিভাত হইলেন। ইংলণ্ডরাজ উইলিয়ম তাঁহার উপযুক্ত শিক্ষার নিমিত্ত অর্থ সংস্থান করিতে প্রয়াস পাইলেন। পার্লিয়ামেণ্টের বিচারে ভিক্টোরিয়ার উপযুক্ত শিক্ষা ও উপযুক্ত ভরণপোষণের নিমিত্ত লুইসার বৃত্তি লক্ষ

টাকা নির্দ্ধারিত হইল। লুইসাও আপন কর্ত্তব্যপালনে তিলমাত্র ত্রুটী করিলেন না। তিনি স্বয়ং সদুপদেশ ও সদ্দৃষ্টান্তদ্বারা তনয়ার হৃদয়ে সদ্‌ভাবের বিকাশ করিতে বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই যত্ন লইতেছিলেন—এই সময় হইতে ততোধিক যত্ন গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে শিক্ষকেরাও যথা-সম্ভব চেষ্টা ও যত্ন করিয়া ভিক্টোরিয়াকে সুশিক্ষিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের যত্নও সফল হইতে লাগিল। সৎ-পাত্রে চেষ্টা করিলে তাহা ব্যর্থ হয় না।

যখন ভিক্টোরিয়ার বয়স বার বৎসর পূর্ণ হইল, তখন একদিন তিনি নিজের উচ্চ নিয়তির বিষয় অবগত হইলেন। লুইসার সম্মতিক্রমে শিক্ষয়িত্রী লেজেন ভিক্টোরিয়ার পাঠ্য ইতিহাসের মধ্যে ইংলণ্ডের রাজবংশের একখানি তালিকা রাখিয়া দিয়াছিলেন। ভিক্টোরিয়া সেই পুস্তক খুলিয়া তাহাতে অতিরিক্ত একখানি কাগজ দেখিতে পাইলেন এবং তাহা পড়িতে পড়িতে সর্ব্বশেষে নিজের নাম দেখিয়া বলিলেন, "আমি যে রাজসিংহাসনের এত নিকটে আসিয়াছি, তাহা আমি কখন ভাবি নাই।" লেজেন বলিলেন, "প্রকৃত পক্ষেই তুমি ইংলণ্ডের রাজসিংহা-

সনের অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছ,—তোমার জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের পরই সিংহাসন তোমার প্রাপ্য ; ইতঃপূর্ব্বে এবিষয় তোমাকে জ্ঞাত করা আবশ্যক বোধ হয় নাই বলিয়া জানাই নাই।” কিছুকাল মৌনভাবে থাকিয়া ভিক্টোরিয়া বলিলেন, “রাজপদ প্রাপ্ত হওয়া অনেকের নিকট গর্ব্বের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু আমি ইহাতে গর্ব্বের কারণ দেখি না ; এপদে শোভা সম্পদ বিস্তর আছে সত্য, কিন্তু দায়িত্বও বিস্তর আছে। তাহারা হয় ত রাজপদের দায়িত্ব ও কষ্টের বিষয় অবগত নহে।” তৎপর তিনি শিক্ষয়িত্রীর হস্তে হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন, “আমি ভাল হইব ! এখন আমার হৃদয়ঙ্গম হইল আপনি আমাকে লাটিন শিখাইতে কেন এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন —আমি আপনার মুখে শুনিয়াছি ইংরেজী ব্যাকরণের মূলই লাটিন এবং লাটিনই পদলালিত্যের আধার। আপনার ইচ্ছানুসারেই আমি উহা শিখিয়াছি।” এই কহিয়া তিনি ভাল হইবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। অতঃপর শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, “রাণী এডিলেডের এখনও সন্তান হইবার বয়স যায় নাই ; যদি তাঁহার সন্তান হয়, তবে সেই সন্তানই চতুর্থ

উইলিয়মের পর সিংহাসনে আরোহণ করিবে।” প্রত্যুত্তরে ভিক্টোরিয়া কহিলেন, “আমি তাহাতে দুঃখিত হইব না। জ্যেঠী মা আমাকে যেরূপ স্নেহ করেন, আমি তাহাতেই বুঝিতে পারি তিনি সন্তান বড় ভালবাসেন।”

খ্রীষ্টীয় ১৮৩১ অব্দের শেষভাগে ভিক্টোরিয়া জননীর সহিত মনোরম ওয়াইট দ্বীপে গমন করিলেন। তথাকার জলবায়ুর উৎকর্ষে তিনি প্রভূত শারীরিক উপকার প্রাপ্ত হইলেন। ১৮৩৩ অব্দে তিনি পুনর্ব্বার তথায় গমন করিলেন। ইতঃপূর্ব্বে তিনি ইংলণ্ডের নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইয়াছিলেন এবং এই সুযোগে তিনি ইংলণ্ডের বড় বড় লোকদিগের আবাস স্থান দর্শন করিয়াছিলেন।

ভিক্টোরিয়ার বয়স যখন পনর বৎসর, তখন তাঁহার জীবনে আর এক বিপদ উপস্থিত হয়। তিনি ইংলণ্ডের দক্ষিণ উপকূলবর্ত্তী অনেক নগর দর্শন করিয়া জাহাজে অবস্থিতি করিতেছেন। এরূপ অবস্থায় একদিন ঝড় উপস্থিত হইল। জলধি অট্টহাস্যে নাচিয়া উঠিল। তিনি বিস্মিতনেত্রে

সমুদ্রের এই ভয়ঙ্কর শোভা সন্দর্শন করিতেছেন, এমন সময় জাহাজের মাস্তুল ভাঙ্গিল। জনৈক নাবিক লম্ফ দিয়া ক্ষিপ্রহস্তে ভিক্টোরিয়াকে সরাইয়া লইল। আর একটুকু বিলম্ব হইলে পতনশীল ভগ্ন মাস্তুলের আঘাতে কি এক মহা অনর্থ উপস্থিত হইত।

খ্রীষ্টীয় ১৮৩৫ অব্দে ভিক্টোরিয়া মাতার সহিত আবার দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন। দেশ-ভ্রমণে শিক্ষা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই বাক্য স্মরণ রাখিয়া লুইসা কন্যাকে লইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের সাদর অভ্যর্থনা গ্রহণ করতঃ তাঁহাদিগকে তুষ্ট করিলেন। সকলেই তাঁহাদের অমায়িক ব্যবহারে আপ্যায়িত হইয়াছিল।

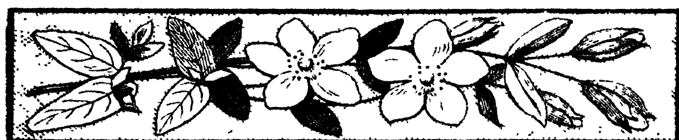
১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে আগষ্ট তারিখে ইংলণ্ড-রাজ চতুর্থ উইলিয়মের জন্মদিন উপলক্ষে উইণ্ডসার রাজপ্রাসাদে মহা সমারোহ হইয়াছিল। নিমন্ত্রিত হইয়া বহুলোক সমাগত হইয়াছিল। ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার মাতাও অনুপস্থিত ছিলেন না। সে দিন নৃপতি উইলিয়ম অভদ্রোচিত ব্যবহার দ্বারা লুইসার

হৃদয়ে ব্যথা জন্মাইতে ত্রুটী করেন নাই। লুইসা কন্যাকে রাজদরবারে পাঠাইতে ইতস্ততঃ করিতেন বলিয়া উইলিয়ম তাঁহাকে সর্ব্বজন সমক্ষে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। তিনি কন্যার মুখপানে চাহিয়া নীরবে সে অপমান সহ্য করিলেন। বস্তুতঃ, পবিত্রতাই যেন ভিক্টোরিয়ার জীবন-কেন্দ্রে অবস্থান করে, এই অভিপ্রায়েই তিনি কন্যাকে রাজদরবারে যাইতে দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন,—তাঁহার অন্য কোন আপত্তি বা উদ্দেশ্য ছিল না। যেখানে স্বর্গের শীতল সমীর প্রবাহিত না হয়, যেখানে সাত্ত্বিক ভাব প্রবল নহে, সে স্থান কি কোমলমতি ভিক্টোরিয়ার জীবন গঠনের উপযুক্ত স্থান ?

ভিক্টোরিয়া অষ্টাদশ বৎসরে পদাপর্ণ করিলেন। এতদিন তিনি অপ্রাপ্তবয়স্কা ছিলেন, এখন তিনি প্রাপ্ত বয়স্কা হইলেন। সুতরাং তাঁহার অষ্টাদশ বার্ষিক জন্মদিনে এক উৎসব হইল। প্রাতঃকাল ছয় ঘটিকার সময় কেনসিংটন গির্জ্জায় ভিক্টোরিয়ার নামাঙ্কিত শ্বেত পতাকা উড়িতে লাগিল। দলে দলে লোক আসিয়া কেনসিংটন উদ্যান পূর্ণ করিল। ভিক্টোরিয়ার শয়ন কক্ষের গবাক্ষের নিম্নে দাঁড়াইয়া বাদ্য-

করেরা শ্রুতিমধুর বাদ্যে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তিনি জানালায় আসিয়া বাদ্য শুনিলেন। দর্শকবৃন্দ তাঁহার দর্শন পাইয়া মহোল্লাসে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। তিনি শিষ্ট, শান্ত ও রাজোচিত দিব্য মুর্ত্তিতে তাহাদের আনন্দধ্বনিতে সম্মতি দিলেন। নৃপতি উইলিয়ম এই সময় উইণ্ডসর রাজপ্রাসাদে পীড়িত থাকায় তিনি এই উৎসবে যোগদান করিতে অসমর্থ হইলেন। কিন্তু তিনি আনন্দের নিদর্শন স্বরূপ ভিক্টোরিয়ার নিকট একটী বহুমূল্য পিয়েনো পাঠাইয়া দিলেন। অন্যান্য অনেকেই নানা বস্তু তাঁহাকে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিলেন। এইরূপে মহানন্দে তাঁহার অষ্টাদশ বার্ষিক জন্মোৎসব সম্পন্ন হইল।





তৃতীয় অধ্যায়।

——oo——

রাজ্যাভিষেক।



খ্রীষ্টীয় ১৮৩৭ অব্দের ২০শে জুন তারিখে রাত্রি দুই ঘটিকার পর নৃপতি উইলিয়ম পরলোক গমন করিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া প্রাতঃকাল ৫ ঘটিকার সময় দুইজন লোক কেনসিংটন প্রাসাদদ্বারে উপনীত হইলেন। একজন ইংলণ্ডের প্রধান ধর্ম্মযাজক ডাক্তার হাউলি এবং অপর জন লর্ড চেম্বারলেন। প্রাসাদের সকলেই তখন সুষুপ্তিক্রোড়ে শয়িত। তাঁহারা অনেকক্ষণ দ্বারে বলদর্পিত করাঘাত করিতে

লাগিলেন। অধিক শব্দ শুনিয়া দৌবারিক দ্বার উন্মোচন করিল। তাঁহারা প্রাসাদের প্রাঙ্গণে প্রবিষ্ট হইলেন। সেখানেও তাঁহাদিগকে কিছুকালের জন্য দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। তৎপর এক ভৃত্য আসিয়া তাঁহাদিগকে এক প্রকোষ্ঠে বসিতে বলিয়া চলিয়া গেল; আবার বহুক্ষণ অতিবাহিত হইল,—কেহই তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল না। সুতরাং তাঁহারা কিঞ্চিৎ অধীরতার সহিত ঘণ্টা বাজাইলেন। তখন একজন পরিচারিকা আসিয়া বলিল, "রাজকুমারী এখন সুখে নিদ্রা যাইতেছেন, এসময়ে আমি তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ করিতে পারি না।" তাঁহারা বলিলেন "আমরা রাজকার্য্যে রাণীর নিকট আসিয়াছি, রাজকার্য্যের অনুরোধে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গাইতে হইবে।" ইহাই যথেষ্ট,—পরিচারিকা সানন্দে ভিক্টোরিয়াকে জাগরিত করিল। কয়েক মিনিট পরেই ভিক্টোরিয়া দেখা দিলেন। তিনি রাত্রিবাস ত্যাগ করিবার সময় পান নাই। গায়ে একখান শাল জড়াইয়া, চটী জুতা পায়ে দিয়া তিনি মুক্তকেশে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নয়নে অশ্রু ছিল এবং আকৃতিতে চঞ্চলতার কোন ভাব লক্ষিত হয় নাই।

লর্ড চেম্বারলেন সংক্ষেপে তাঁহাদের আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন এবং যেই তিনি ভিক্টোরিয়াকে 'রাণী' বলিয়া সম্বোধন করিলেন, অমনি রাজকুমারী নিজের হস্ত বাড়াইয়া দিলেন। লর্ড চেম্বারলেন রাণীর সম্মুখে জানু পাতিয়া বসিলেন ও তাঁহার হস্ত-চুম্বন করিলেন। ডাক্তার হাউলিও তদ্রূপ করিলে ভিক্টোরিয়া বলিলেন, "আপনারা আমার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন।" তখন তাঁহারা সকলেই অবনত জানু হইয়া নিখিল জগতের জীবনস্বরূপ জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। ইতঃপূর্ব্বেই তরুণ তপনের কনককান্তিতে দিঙ্‌মণ্ডল বিভাসিত হইয়াছিল এবং প্রকৃতির বিমল বদনে ঈশ্বর মহিমার অপূর্ব্ব ছটা প্রকটিত হইয়াছিল। এরূপ সময়ে ঈশ্বরের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের রাণী হইলেন। ভিক্টোরিয়ার সুখময় ও গৌরবান্বিত রাজত্বের আরম্ভ হইল।

সেইদিন বেলা এগারটার সময় কেনসিংটন প্রাসাদে রাজদরবার সমাহূত হইল। ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন, ইহা দেখিবার জন্য বহুলোকের সমাগম হইল। সংসারানভিজ্ঞা

যুবতী ভিক্টোরিয়া এই সময়ে কিরূপ ব্যবহার করেন,—কিরূপ প্রকৃতি ও শিক্ষার পরিচয় দেন। ইহা জানিবার নিমিত্ত সকলেরই হৃদয়ে কৌতূহল জন্মিয়াছিল। মহারাণী সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে অভিবাদন করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তৎপর তিনি অকুতোভয়ে ও সচ্ছন্দমনে আপন বক্তব্য সভাস্থলে নিবেদন করিলেন। সকলেই মনে মনে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল এবং তাঁহার শিষ্টাচার ও সৌজন্য দেখিয়া প্রীত ও চমৎকৃত হইল। ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া তিনি শপথ করিলেন। তিনি প্রজাগণের আইন সঙ্গত অধিকার ও ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতা রক্ষা করিবেন ও সতত তাহাদের হিতসাধনে যত্নবতী থাকিবেন। তখন রাজ্যের সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিগণ একে একে আসিয়া যথানিয়মে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। তিনি প্রসন্ন মনে আপন আসনে উপবিষ্ট রহিলেন। মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার ফুল্লমূর্ত্তিতে গর্ব্ব বা অভিমানের রেখা প্রকটিত হইল না। তিনি স্থির, ধীর ও অবিচলিত ভাবে আপন কর্ত্তব্য পালন করিলেন। সকলেই তাঁহার শিষ্ট, শান্ত, ও বিনম্রভাব দেখিয়া আনন্দিত হইল। যিনি বাল্যকাল হইতেই মাতার

যত্নে ও সুবিজ্ঞ শিক্ষকদিগের সদুপদেশে নানা সদ্-গুণে অলঙ্কৃত হইয়াছেন, যাঁহার কোমল হৃদয় জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভায় বিভাসিত হইয়াছে এবং যাঁহার রাজ প্রকৃতিতে কান্তগুণ সম্যক বিকসিত হইয়াছে, তাঁহাকে রাজ্যে-শ্বরী দেখিয়া লোকে প্রীত না হইবে কেন ?

ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের রাজসিংহাসন লাভ করি-লেন। পরদিন ঘোষণা ব্যাপার সম্পন্ন হইল। সেণ্ট জেমস্ প্রাসাদের একটী সুবৃহৎ ও সুসজ্জিত কক্ষার মধ্যস্থলে মহারাণী দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার এক পার্শ্বে তদীয় জননী লুইসা ও অপর পার্শ্বে প্রধান মন্ত্রী লর্ড মেলবোরণ দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার পশ্চাদ্দেশে মন্ত্রিসভার অন্যান্য সভাসদগণ রহিলেন। নিম্নস্থ চত্বরে বাদ্যকরেরা অবস্থিত হইল এবং তাহাদের সম্মুখ-ভাগে প্রজাবৃন্দের বিপুল জনতার সমাবেশ হইল। শান্তিরক্ষক কর্ম্মচারীসকল শান্তিরক্ষা করিতে লাগিল। এইরূপে জন কোলাহল শান্ত ও সুশৃঙ্খলা বিধান হইলে যথানিয়মে ঘোষণাপত্র পঠিত হইল। সকলেই একবাক্যে এবং এক হৃদয়ে তাঁহাকে রাণী বলিয়া মানিল এবং তাঁহার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন

করিতে, সতত তাঁহার বাধ্য থাকিতে, তাঁহার প্রতি আন্তরিক ভক্তি প্রদর্শন করিতে স্বীকার করিয়া তাঁহার মঙ্গল কামনায় উচ্চকণ্ঠে বিশ্বপতি ঈশ্বরকে ডাকিল। বারংবার উচ্চ আনন্দধ্বনি করিয়া তাহারা রাজভক্তির পরিচয় দিতে লাগিল। সুমধুর স্বরে বাদ্য বাজিয়া উঠিল। মুহুর্মুহু তোপধ্বনি হইতে লাগিল। জয়ধ্বনিতে দিগ্‌দিগন্তর প্রতিধ্বনিত হইল। প্রজাবৃন্দের রাজভক্তি ও আনন্দোচ্ছ্বাস দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া মহারাণী জননীর বক্ষোপরি আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর তিনি বিরলে বসিয়া দুই ঘণ্টাকাল ভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত হইলেন। বিধাতার অনুগ্রহে যে গুরুভার তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হইল, তাহা যেন তিনি প্রজার প্রীতি জন্মাইয়া বহন করিতে সমর্থ হন, এজন্য তিনি কায়মনে সর্ব্বনিয়ন্তার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন।

এখন ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের রাণী হইলেন। সকলেই উৎফুল্ল নয়নে ও আশান্বিত হৃদয়ে এই নবীনা রাণীর মুখ পানে চাহিল। সকলেই মনে করিল সুখের দিন আসিয়াছে—মহারাণীর রাজত্বে

তাহারা সুখে কালাতিপাত করিতে পারিবে, প্রজা-স্বত্বের উপর মহারাণী হস্তক্ষেপ করিবেন না, মাতার ন্যায় স্নেহ ও যত্নে তিনি প্রজাপালন করিবেন। সময় যতই অতিবাহিত হইতে লাগিল, প্রজার হৃদয়ে মহারাণীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও সদাচারপরায়ণতার উজ্জ্বল চিত্র ততই গভীর ভাবে অঙ্কিত হইবার সুযোগ পাইল। প্রজা আশ্বস্ত হইল,—মহারাণীর প্রকৃতির মূল্য বুঝিল,—হৃদয়ের মহিমায় তিনি কতদূর গৌরবান্বিত তাহা হৃদয়ঙ্গম করিল। তাঁহার বুদ্ধি, বিবেচনা শক্তি, ও সদ্ভাব দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইল। বস্তুতঃ জ্ঞানের প্রখরতায় এবং মনোবৃত্তি গুলির অসাধারণ বিকাশে তিনি এই বয়সেই বয়োবৃদ্ধ প্রবীণ পুরুষদিগের ন্যায় ধীর, স্থির ও সাবধান। তাঁহার নিকট কোন বিষয়ের উল্লেখ করিলে তিনি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কখন উত্তর দিতেন না। প্রধান মন্ত্রী মেলবোরণ্ তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেও বিষয়টী বিশেষরূপে নিজমনে পর্য্যালোচনা না করিয়া তিনি কখন স্বাভিমত ব্যক্ত করিতেন না।

অন্যের হৃদয়ে ব্যথা দিতে মহারাণী সতত

বড়ই সঙ্কুচিত হইতেন। জ্যেষ্ঠতাত উইলিয়মের মৃত্যুতে সমবেদনা প্রকাশ করিয়া তিনি একখানি সান্ত্বনাসূচক পত্র তদীয় বিধবা পত্নীর নিকট লিখিয়াছিলেন। পত্রখানির শিরোনামায় লিখিত হইয়াছিল "মহামহিমান্বিত মহারাণীর নিকট পঁহুছে।" সমীপবর্ত্তী জনৈক লোক বলিল চতুর্থ উইলিয়মের পত্নী আর এখন ইংলণ্ডের রাণী নহেন, তাঁহাকে ভূতপূর্ব্ব রাণী বলিয়া লেখাই উচিত। ভিক্টোরিয়া বলিলেন, "আমি তাহা জানি, কিন্তু আমিই সর্ব্ব প্রথমে তাঁহাকে তাঁহার অবস্থার এই দুঃখজনক পরিবর্ত্তনের বিষয় জানাইতে চাহি না।"

মহারাণী বাল্যকালে মাতার নিকট মিতব্যয়িতা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এখন তাহার পরিচয় প্রদান করিলেন। নৃপতি উইলিয়মের রাজত্ব কালে একদল বাদ্যকর রাজকার্য্যের জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। ইহাতে অনর্থক অনেক টাকা ব্যয়িত হইত। ঐ বাদ্যকরদলকে তাঁহার কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবার প্রস্তাব করা হইলে তিনি তাহাতে অসম্মত হইলেন। তিনি সদ্বিবেচকের ন্যায় কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা মৃত্যুকালে অনেক ঋণ করিয়া যান। তিনি এই ঋণ

পরিশোধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এইরূপ নানা কার্য্যে প্রথমেই তাঁহার প্রবীণতার বিলক্ষণ আভাস পাওয়া গিয়াছিল।

রাজ্য প্রাপ্তির তিন সপ্তাহ পরে মহারাণী কেন্সিংটন প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া বকিংহাম প্রাসাদে গমন করিলেন। তাঁহার শিশুজীবনের অধিকাংশ সময়ই কেন্‌সিংটনে অতিবাহিত হইয়াছিল। তথাকার দৃশ্য ও পরিচিত অধিবাসীদিগকে তিনি জীবনে ভুলিতে পারেন নাই। শৈশবে তিনি যাহাদিগকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, লৌকিক জগতের উচ্চ স্থানে সমাসীন হইয়াও তিনি সে স্নেহ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন।

মহারাণীর রাজ্য লাভের পর এক বৎসর অতীত হইল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাই। ইহার বিশেষ কারণ ছিল। উইলিয়মের পত্নী গর্ভাবস্থায় বিধবা হইয়া থাকিতে পারেন, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এক বৎসর কাল অপেক্ষা করা হইল। উইলিয়মের মৃত্যুকালে তদীয় পত্নী সসত্ত্বা থাকিলে এই এক বৎসরের মধ্যে অবশ্য সন্তান ভূমিষ্ঠ হইত। সুতরাং এক বৎসর কাল

অপেক্ষা করায় সে সন্দেহ দূর হইল। মহারাণী ব্যতীত আর কাহাকেও উইলিয়মের উত্তরাধিকারী বলিয়া দেখা গেল না। সুতরাং মহারাণীর রাজ্যাভিষেকের আয়োজন আরম্ভ হইল। লণ্ডন মহানগরী নূতন সাজে সজ্জিত হইতে লাগিল। পিকাডিলি হইতে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার গির্জ্জা পর্য্যন্ত রাজ পথের দুই পার্শ্বে সহস্র সহস্র দর্শকের জন্য কাষ্ঠমঞ্চ নির্ম্মিত হইল। সকলের হৃদয়েই উৎসাহ ও আনন্দ দ্বিগুণ মাত্রায় বাড়িয়া উঠিল। লণ্ডন নগরী লোকে লোকারণ্য হইল। খ্রীষ্টীয় ১৮৩৮ অব্দের ২৭শে জুন তারিখে নগর অপূর্ব্ব শোভা সম্পদে সুরম্য মূর্ত্তি ধারণ করিল। পরদিন মহারাণীর রাজ্যাভিষেক উৎসব সম্পন্ন হইল। অশ্বারোহী, পদাতি, সুদৃশ্য শকট, ও লোকজনের আড়ম্বরে লণ্ডন নগর হাসিয়া উঠিল। ২৭শে তারিখের সূর্য্যোদয় না হইতই লণ্ডনের সমস্ত লোক উৎসব আমোদে আমোদিত হইল। রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময় ত্রয়োবিংশতিটী কামান গভীর ধ্বনি করিয়া উৎসবদিবসের শুভ আগমন জ্ঞাপন করিল। শত শত লোক উৎফুল্ল হৃদয়ে ওয়েষ্ট মিনিষ্টার গির্জ্জার দিকে ধাবমান হইল।

চারিদিকে ভজনালয় হইতে সুমধুর ঘণ্টাধ্বনি হইতে লাগিল। সর্ব্বত্রই কেবল জনস্রোতঃ ও আনন্দোচ্ছ্বাস। বেলা ছয় ঘটিকার সময় শান্তিরক্ষক কর্ম্মচারী সকল শান্তিরক্ষায় নিযুক্ত হইল। বাকিংহাম প্রাসাদের নিকটে সশস্ত্র সৈনিক প্রহরী সকল সুশৃঙ্খলায় অবস্থান করিতে লাগিল। বেলা দশটার সময় মহারাণী তুষারধবল অশ্বপরিচালিত শকটারোহণে ওয়েষ্টমিনিষ্টার ভজনালয়ের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। জয়ধ্বনিতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইল। এই সময়ে গগনে ঘনঘটার আড়ম্বর দেখা গেল। কিন্তু যেই সুমধুর বাদ্যের স্তুতিগান আরম্ভ হইল, অমনি সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণে আবার চারিদিক উজ্জ্বলভাব ধারণ করিল। মুহুর্মুহুঃ আনন্দধ্বনি হইতে লাগিল। এইরূপে সুরুচিসম্পন্ন শোভা, অকৃত্রিম রাজভক্তি ও আন্তরিক আনন্দোচ্ছ্বাস প্লাবিত পথ অতিক্রম করিয়া মহারাণী ধর্ম্ম-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। এখানে শত শত নরনারী বসন ভূষণের পারিপাট্যে বিভূষিত হইয়া মহারাণীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। মহারাণী উপস্থিত হইলে সকলেই আপন আসন হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার গৌরবার্থে

জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। আটজন সম্ভ্রান্ত কুলকন্যা তাঁহার পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিল। তাঁহার দুই পার্শ্বে দুইজন পুরোহিত ছিলেন। মহারাণী নির্দ্দিষ্ট রাজাসনে উপবিষ্ট হইলেন। ধর্ম্ম-সঙ্গীতের মধুময় স্রোত উপাসনাগৃহে প্রবাহিত হইল। মহারাণী ভক্তিভরে বিশ্ববিধাতার ধ্যানে নিমগ্ন হই-লেন এবং এক মনে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন। সঙ্গীত সমাপন হইল। ভজনালয়ে শান্তিময় নিস্তব্ধতা বিরাজমান। এরূপ সময়ে মহারাণী আসন সমীপে দণ্ডায়মান হইলেন এবং প্রধান পুরোহিত তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত প্রজাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন "মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি, তিনিই এখন এ রাজ্যের প্রকৃত অধীশ্বরী; যাঁহার গৌরবার্থে জয়ধ্বনি করিতে এবং যাঁহার প্রতি আপনাদের আন্তরিক ভক্তি প্রদ-র্শন করিতে অদ্য আপনারা এস্থলে উপস্থিত হইয়া-ছেন, সেই বিশুদ্ধস্বভাবা ভিক্টোরিয়াকে এ রাজ্যের মহারাণী বলিয়া স্বীকার করিতে আপনারা সকলেই কি ইচ্ছুক?" তখন সহস্র সহস্র লোক এককণ্ঠে পুনঃপুনঃ বলিয়া উঠিল "ঈশ্বর মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে

রক্ষা করুন।” এইরূপে সকলেই যখন আহ্লাদাপ্লুত হৃদয়ে ভিক্টোরিয়াকে ইংলণ্ডের রাণী বলিয়া স্বীকার করিল, তখন তিনি বেদীর সম্মুখে ঈশ্বরের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া তাঁহার আরাধ্য দেবতার চিন্তা করিতে লাগিলেন। ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া এবং দেশের রীতিনীতি ও আইন মান্য করিয়া প্রজাপালন করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অতঃপর অভিষেক ক্রিয়ার আরম্ভ হইল।

মহারাণী রাজসিংহাসনে উপবেশন করিলেন। স্বর্ণ-খচিত চন্দ্রাতপ তাঁহার মস্তকোপরি বিস্তৃত হইল। অনন্তর প্রধান পুরোহিত বিশেষ প্রক্রিয়া অনুসারে মহারাণীর মস্তকে ও হস্তে তৈল লেপন করিতে করিতে বলিলেন, “পুরাকালে রাজা পুরোহিত ও ঋষিগণ যেরূপ পবিত্র তৈলদ্বারা অনুলিপ্ত হইতেন, আপনিও তদ্রূপ অনুলিপ্ত হউন। আপনি ঈশ্বরের অনুগ্রহ-ভাজন হইয়া প্রজাকুলের সম্পদবর্দ্ধনে ও সন্তাপ হরণে যত্নবতী থাকুন। পবিত্রাধার ঈশ্বরের পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া তাহাদের শাসন ও রক্ষার গুরুতর ভার আপনার হস্তে ন্যস্ত হইল।” অতঃপর দণ্ড, গোলক প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার রাজচিহ্ন একে

একে মহারাণীর হস্তে অর্পণ করা হইল। মহারাণীও একে একে সেগুলি বেদীর উপর স্থাপন করিলেন। তাঁহার হস্তে যখন রাজতরবারী অর্পণ করা হইল, তখন প্রধান পুরোহিত বলিলেন, "এই তরবারী দ্বারা ন্যায় বিচার, পাপের দমন, ঈশ্বরের পবিত্র ধর্ম্ম-সমাজের রক্ষা ও অনাথদিগের সাহায্য করিবেন; যাহা নষ্টপ্রায় হইয়াছে, তাহার সংস্কার করিবেন এবং যাহা সংস্কৃত হইয়াছে তাহার রক্ষা করিবেন; দুষ্টের দণ্ডবিধান ও তাহার চরিত্রের সংশোধন করিবেন। এই সকল কার্য্য করিয়া যেন আপনি মহিমালাভ করিতে পারেন, এই আমাদের আকাঙ্ক্ষা। আমাদের অভিলাষ পূর্ণ হউক।"

তৎপরে মহারাণী রাজকীয় বহুমূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত হইলেন এবং তাঁহার অঙ্গুলিতে মূল্যবান অঙ্গুরীয়ক পরাইয়া দেওয়া হইল। প্রধান পুরোহিত বেদী হইতে রাজমুকুট উত্তোলন করিলেন। অমনি শত শত কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইল "ঈশ্বর মহারাণীকে রক্ষা করুন।" চারিদিকেই আনন্দের উচ্ছ্বাস উত্থিত হইল। ঈশ্বরের বিঘ্নবিনাশক নাম স্মরণ করিয়া প্রধান পুরোহিত রাণীর মস্তকে রাজ-

মুকুট স্থাপন করিলেন। জয়শব্দে বিপুল ভজনালয় কম্পিত হইয়া উঠিল। তূরী ভেরী প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যযন্ত্র বাজিতে লাগিল। চারিদিকে তোপধ্বনি হইতে লাগিল। লণ্ডন নগর আনন্দে ভাসিল। ধর্ম্ম মন্দিরে ঈশ্বরস্তোত্রগানের সুমধুর রব উঠিল।

অনন্তর আভিজাতগণ একে একে মহারাণীর বশ্যতা স্বীকার করিল। মহারাণীর সদয় ব্যবহারে সকলেই তুষ্ট হইল। তৎপরে মহারাণী প্রধান পুরোহিতের আশীর্ব্বাদ লাভ করিলেন। এইরূপে অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। বেলা দশ ঘটিকার সময় মহারাণী ওয়েষ্টমিনিষ্টার ধর্ম্মমন্দিরের অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন, অভিষেক শেষ হইতে অপরাহ্ণ চারিটা বাজিল। এই উপলক্ষে ইংলণ্ডের ধনী দরিদ্র, সম্ভ্রান্ত অসম্ভ্রান্ত সকলকেই প্রায় এক-সপ্তাহকাল যথেষ্টরূপে আহার দান করা হইয়াছিল। ইংলণ্ডের এই বিপুল সমারোহ চিরস্মরণীয়।

রাজ্যপ্রাপ্তির অতি অল্পকাল পরেই মহারাণীর গুণশোভিত ও জ্ঞানালোকিত হৃদয় দেখিয়া প্রজা-বৃন্দ মোহিত হইল। সকলেই তাঁহাকে ভক্তি ও প্রীতির চক্ষে দেখিতে লাগিল। ঊনিশ বৎসরের

রমণী হইয়াও তিনি বুদ্ধি বিবেচনা ও হৃদয়ের মহত্ত্বে অনেক প্রবীণ ব্যক্তিকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ চারিদিকে সকলেই তাঁহার গুণগান ও মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

তিনি মনুষ্যের ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন। কেহ অন্য ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া যে সে প্রজা-স্বত্ব ভোগ করিতে পারিবে না, বা তদ্রূপ কোন বিষয়ে তাহার অধিকার থাকিবে না, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। কোন ইহুদীই ইংলণ্ডের রাজার নিকট উপাধিপ্রাপ্ত হয় নাই। তিনি এই কুৎসিত প্রথা লঙ্ঘন করিয়া ইহুদী মণ্টিফিওরকে নাইট উপাধি প্রদান করেন।

জ্ঞান ও স্ত্রীস্বভাব সুলভ কোমলতার অপূর্ব্ব মিশ্রণে তাঁহার হৃদয় অদ্ভুত শোভার আধার হইয়াছিল। যেখানে পুরুষ প্রকৃতি লৌহস্তম্ভের ন্যায় অটল থাকিয়া কার্য্য করে, সেখানে যদি অবলা হৃদয়ের কোমলতা ঢালিয়া দেওয়া যায়, তবে সে প্রকৃতি দয়ায় নত হইবে। মহারাণীর চরিত্রে ও দয়ার আকর্ষণে পুরুষ প্রকৃতির দৃঢ়তা ছিঁড়িয়া যাইত। পূর্ব্বে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপত্রে রাজার নাম স্বাক্ষর করার

প্রথা ছিল। একদিন সামরিক বিচারালয়ে জনৈক সৈন্যের প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে উক্ত প্রথানুসারে ডিউক অব ওয়েলিংটন দণ্ডাজ্ঞাপত্র মহারাণীর নিকট উপস্থিত করিলেন। মানুষ মানুষের প্রাণের উপর হস্তক্ষেপ করিবে! মহারাণীর কোমল হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি ডিউককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার অনুকূলে বলিবার কি কিছুই নাই?" ডিউক বলিলেন, "না, এ ব্যক্তি সৈন্যদল পরিত্যাগ করিয়া তিনবার পলায়ন করিয়াছিল।" মহারাণী পুনরায় কহিলেন, "আর একবার ভাবিয়া দেখুন।" ডিউক প্রত্যুত্তর করিলেন, "এ ব্যক্তি নিশ্চিতই বড় দুষ্ট সৈন্য, কিন্তু শুনিয়াছি ইহার চরিত্র নাকি ভাল।" মহারাণী অমনি সহর্ষে দণ্ডাজ্ঞাপত্রে লিখিলেন, "ক্ষমা করা গেল।" তদবধি দণ্ডাজ্ঞাপত্রে রাজস্বাক্ষরের নিয়ম রহিত করা হইল।

একদিন প্রধান মন্ত্রী মেলবোর্ন্ তাঁহার সম্মুখে একখানি কাগজ উপস্থিত করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং উহা অত্যন্ত দরকারী বলিয়া জেদ করিতে লাগিলেন। মহারাণী উত্তর করিলেন, "আমি সদসৎ বিচার করিতে

শিখিয়াছি। কার্য্যাকার্য্যের উপযোগিতা সম্বন্ধে আমি কিছু শুনিতে চাহিনা। বিষয়টী ভালরূপে না জানিয়া আমি উহাতে স্বাক্ষর করিব না," এস্থলে পত্রখানিতে স্বাক্ষর করা একান্ত উপযোগী হইলেও, তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিলেন।

মহারাণীর ধর্ম্মে সাতিশয় অনুরাগ ছিল। রবিবার তিনি ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মকার্য্যে অতিবাহিত করিতেন। কখন ইহার অন্যথাচরণ করিতেন না। কোন সময়ে প্রধানমন্ত্রী মেলবোর্‌ন্ শনিবার রাত্রিকালে কতকগুলি রাজকীয় কাগজ লইয়া আসিয়া মহারাণীকে বলিলেন, "এগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাগজ, আগামী কল্য প্রাতঃকালে এসব আপনাকে দেখিতে হইবে," তদুত্তরে মহারাণা বলিলেন, "কল্য রবিবার" মন্ত্রী বলিলেন, "অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া এ বিষয়ে এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছি।" "কল্য বিবেচনা করা যাইবে" এই বলিয়া মহারাণা মন্ত্রীকে বিদায় দিলেন। পর দিবস তিনি মন্ত্রীকে লইয়া ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্মব্যাখ্যা শ্রবণে অতিবাহিত করিলেন, রাজকীয় কাগজের কোন উল্লেখই হইল না। রাত্রি-

কালে শয়ন করিতে যাইবার সময় তিনি মন্ত্রীকে তৎপরদিন প্রাতে আসিতে বলিয়া দিলেন, সে দিন বেলা সাতটার সময় তিনি পূর্ব্ব দিনের কাগজ পত্র দেখিবেন। এইরূপে তিনি মন্ত্রীকে রবিবার দিবস ঈশ্বর চিন্তায় অতিবাহিত করিতে শিক্ষা দিলেন।

কেনসিংটন পরিত্যাগ করিয়া মহারাণী কখন বাকিংহাম প্রাসাদে, কখন বা উইণ্ডসর প্রাসাদে বাস করিতেন। এই শেষোক্ত প্রাসাদে অবস্থানকালে তিনি প্রতিদিন বেলা আটটার সময় গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকালীন ভোজনের পর বেলা ১২টা পর্য্যন্ত রাজকীয় কাগজ পত্র দেখিতেন। বারটার সময় মেলবোর্‌ন্ আসিতেন। মহারাণী দুই এক ঘণ্টা তাঁহার সহিত রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করিতেন। দুইটার সময় তিনি অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। মেলবোর্‌ন্ সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। পথে পথে দুইঘণ্টাকাল এইরূপ ভ্রমণে অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যাপর্য্যন্ত গান, বাদ্য বা খেলায় রত থাকিতেন। সন্ধ্যা সাতটার সময় অপরাহ্ণ ভোজন হইত। আটটার মধ্যেই অভ্যাগত লোক সকল সমবেত হইত। তখন মহারাণী স্বীয় জননী ও রাজ-

পরিবারের অন্যান্য লোকের সহিত তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইতেন। সকলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া তিনি ভোজনাগারে গমন করিতেন। তৎপরে রীতি-মত সকলকে সমাদর করা হইলে খেলা আরম্ভ হইত। প্রায় সাড়ে এগারটার সময় তিনি শয়ন করিতেন।

এইরূপে মহারাণী আপন কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিলেন। বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী হইলেও তাঁহাকে কখন অভিমান বা গর্ব্বপ্রকাশ করিতে দেখা যায় নাই। যাঁহার উচ্চ প্রকৃতিতে অভিমান বা গর্ব্বের সংস্পর্শ নাই, তিনি উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হইলে, বা লোকে তাঁহাকে সম্মান করিলে তিনি গর্ব্বিত হন না, তাঁহার হৃদয়ে তরঙ্গ বহে না; তিনি নীরব নিস্পন্দ-ভাবে লোকসমাজের পূজা ও পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করেন, এবং যোগ্যতার পরিচয় দিয়া আপন কর্ত্তব্য পালনে রত থাকেন।





চতুর্থ অধ্যায়।

পরিণয়।



খ্রীষ্টীয় ১৮৩৬ অব্দের মে মাসে কোবার্গের ডিউক তাঁহার দুইপুত্র আর্নেষ্ট ও এলবার্টকে লইয়া ইংলণ্ডে পদার্পণ করিয়াছিলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া তখন জননীর সহিত কেনসিংটন প্রাসাদে বাস করিতেছিলেন। এই প্রাসাদে তাঁহারা একমাসকাল লুইসা ও ভিক্টোরিয়ার নিকট অবস্থান করিলেন। এই স্থানেই মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহার ভাবী স্বামীর প্রথম দর্শন লাভ করেন। ভিক্টোরিয়া ও

এলবার্টের বয়স প্রায় সমান ছিল। কোবার্গের রাজ-পরিবারের সকলেরই ইচ্ছা যে ইঁহারা দুইজনে বিবাহসূত্রে বদ্ধ হন। বিশেষতঃ মাতুল লিওপোল্ড্ এ বিষয়ে প্রধান উদ্যোগী। এলবার্ট দেখিতে সুপুরুষ ছিলেন। তাহাতে আবার নানাগুণ তাঁহার হৃদয়ে আশ্রয়লাভ করাতে তাঁহার সৌন্দর্য্য শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি অল্প বয়সেই নানা বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সাহিত্য, ইতিহাস, উদ্ভিদ্, রসায়ন প্রভৃতি বিদ্যায় তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। এতদ্ভিন্ন সঙ্গীত শাস্ত্র ও শিল্প বিদ্যাতেও তাঁহার জ্ঞান কম ছিল না। তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সুগঠিত ও দেহে লাবণ্য ছিল। তাঁহাকে দেখিয়া সকলেই প্রীত হইত এবং তাঁহার গুণে কে না মোহিত হইত? মহারাণীর হৃদয়ও তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইল। তাঁহার প্রতি ভিক্টোরিয়ার অনুরাগ জন্মিল।

তখন ভিক্টোরিয়া মাতার সহিত কেনসিংটন প্রাসাদে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু এখন তিনি ইংলণ্ডের অধীশ্বরী। তিন চারি বৎসর পূর্ব্বে তিনি এলবার্টকে যে চক্ষে দেখিয়াছিলেন, এখনও তিনি

তাঁহাকে সেই অনুরাগের চক্ষেই দেখিতে লাগিলেন। এলবার্টের গুণোজ্জ্বল ও মাধুরী মাথা মূর্ত্তি এখনও তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি বিশেষরূপে অবগত হইবার নিমিত্ত তিনি ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া উইণ্ডসর প্রাসাদে আনিলেন। তাঁহার আগমনে প্রাসাদে আহ্লাদের হিল্লোল খেলিতে লাগিল। মহারাণী প্রতিদিন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণে বহির্গত হইতেন, একত্র আহার করিতেন এবং সর্ব্বক্ষণ তাঁহার সহিত আলাপে রত থাকিতেন। একদিন অন্তর তাঁহারা নৃত্যগাতে আমোদিত হইতেন। এইরূপে একে অন্যের গুণে মুগ্ধ হইলেন। উভয়ের হৃদয়েই সুদৃঢ় প্রণয় জন্মিল।

একদিন মহারাণী এলবার্টকে আপনার নিভৃত কক্ষে আহ্বান করিলেন এবং প্রচলিত পদ্ধতি অনু-সারে তাঁহাকে স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। মহারাণীকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইবেন এই কথা শুনিয়া এলবার্টের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইল। তিনি আহ্লাদিত হইলেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অভিপ্রায় সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। ইংলণ্ডে আবার

আনন্দোচ্ছ্বাস দেখা দিল। নবেম্বর মাসে এলবার্ট স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দেশের প্রথা অনুসারে মহারাণী নিজের বিবাহবার্ত্তা পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার গোচর করিলেন। মন্ত্রিগণ মহারাণীর স্বামীর জন্য বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন।

খ্রীষ্টীয় ১৮৪০ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাসের চতুর্থ দিবসে এলবার্ট পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত লণ্ডনে শুভাগমন করিলেন। ১০ই তারিখে বিবাহের দিন ধার্য্য হইল। লণ্ডন আনন্দে ভাসিল।

বিবাহকালে স্ত্রীকে এক প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে হয়। প্রতিজ্ঞাটী এই যে "সকল বিষয়েই সে স্বামীর আদেশ পালন করিবে।" মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। তাঁহার আদেশেই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে,—সকলেই তাঁহার আদেশ পালন করে। সুতরাং বিবাহকালে তিনি কি প্রকারে এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিবেন? এইরূপ চিন্তা করিয়া ইংলণ্ডের প্রধান ধর্ম্মযাজক বিবাহবিধির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। মহারাণী এ কথা অবগত হইয়া বলিলেন, "স্বামীর ইচ্ছানুসারে কার্য্য করা ও স্বামীর

আজ্ঞা পালন করাই পত্নীর একমাত্র ধর্ম্ম। স্ত্রীর সে কর্ত্তব্য আমি অবশ্য পালন করিব। রাজ্যশাসন সম্পর্কে তাঁহার আদেশ অনুসারে না চলিলেই হইল। অতএব বিবাহকালীন প্রতিজ্ঞার কোন পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই।”

নির্দ্দিষ্ট দিবসে মহা সমারোহের সহিত মহারাণীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল। লোকে অভিনব উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এবং হৃদয়ের আনন্দে উন্মত্ত হইয়া এই সুখময় ব্যাপারে যোগ দিল। ইংলণ্ডের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সকলেই সুখী, সকলের বদনেই আনন্দরেখা দেদীপ্যমান। এইরূপে এল্‌বার্ট ও ভিক্টোরিয়া হৃদয়ের সম্মিলনে সম্মিলিত হইলেন। বরবধূ উভয়েই সুখী হইল।

বিবাহের দুই সপ্তাহ পরে এলবার্টের পিতা স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। তখন মহারাণী দুঃখ প্রকাশ করিয়া সৌজন্যের সহিত বলিয়াছিলেন, “এলবার্টকে আমারই জন্য স্বদেশ ছাড়িতে হইল,— পিতামাতা সুহৃৎ স্বজন সকলকে ছাড়িয়া ইংলণ্ডে থাকিতে হইল। ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন “আমি

যেন তাঁহাকে সর্ব্বাংশে সুখী করিতে পারি। আমি সাধ্যানুসারে এ বিষয়ে ত্রুটী করিব না।” কার্য্যতঃও তিনি এলবার্টকে সুখী করিয়াছিলেন। যেখানে প্রাণের পূর্ণ মিলন, সেইখানেই সুখ।

এলবার্টও স্ত্রীর সুখবিধানে যত্নবান্ ছিলেন। সতত সদালাপ ও সৎবিষয়ের আলোচনা করিয়া তিনি মহারাণীর চিত্তবিনোদন করিতেন। তাঁহার সমীপে ভাল ভাল গ্রন্থ পাঠ করিতেন, সদুপদেশ দিতেন, কখন বা সৎপরামর্শ দ্বারা মহারাণীর চিন্তার লাঘব করিতেন। রাজপরিবারে অনেক বিশৃঙ্খলা ছিল। সামান্য সামান্য বিষয়েও রাজমন্ত্রীদিগের অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইত। ইহাতে অসুবিধার ইয়ত্তা ছিল না। তিনি স্বীয় যত্নে বহু আয়াস স্বীকার করিয়া সে সকল অসুবিধা দূর করিলেন। মহারাণীর নিকট তিনি ভক্তি ও সম্মানের পাত্র ছিলেন। রাজসভাতেও যেন তিনি তদনুরূপ সম্মান প্রাপ্ত হন, তদ্বিষয়ে মহারাণী আগ্রহান্বিত হইলেন, এবং স্বীয় রাজক্ষমতাবলে তিনি স্বামীর উপযুক্ত সম্মানের বিধান করিয়া দেন।

এলবার্ট সত্বরই মহারাণীর প্রাইভেট সেক্রেটারির পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

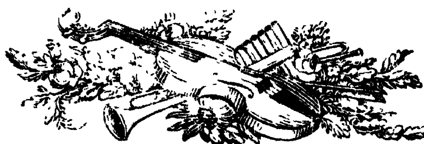
এলবার্টের হৃদয় মহত্ত্বের আবাসস্থান ছিল। দেশের দরিদ্র লোক তাঁহার সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। তিনি তাহাদের আবাসযোগ্য স্বাস্থ্যকর গৃহ সকল নির্ম্মাণ করিতে প্রয়াস পাইলেন। নগর-মধ্যে চিত্রালয়, প্রমোদ উদ্যান প্রভৃতি স্থাপন করিতে তিনি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বিবাহের অল্পকাল পরেই তিনি দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হই-লেন। এই জঘন্য প্রথার উন্মূলন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

এই সময়ে ইংলণ্ডে সুরাপানের বড় প্রাদুর্ভাব ছিল। মহারাণীর প্রাসাদে এই ব্যাপার সচরাচর সম্পন্ন হইতে পারিত না। প্রাসাদে প্রধান প্রধান ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইলে মহারাণী তাঁহাদিগকে মদ্যপান করিবার সুযোগ দিতেন না। তাঁহারা স্ত্রীলোকের সমক্ষে কখন সুরাপান করিতেন না, আহারের পর স্ত্রীলোকেরা চলিয়া গেলে, তাঁহারা এই কার্য্যে লিপ্ত হইতেন। এজন্য তাঁহাদের আহার হইয়া গেলেই মহারাণী তাঁহাদিগকে ডাকিয়া

আনিতেন। সুতরাং তাঁহারা এ বিষয়ে প্রশ্রয় পাইতেন না। এইরূপে তিনি মদ্যপায়ীদিগকে মিতাচার শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

এই সময়ে দেশের রঙ্গালয়গুলিও কুরুচির আশ্রয় স্থান ছিল। কুক্রিয়ান্বিত ও দুশ্চরিত্র লোকেরাই এই সকল স্থানে আমোদ প্রমোদ করিত। যাহাতে রঙ্গালয়ে সুরুচি প্রবর্ত্তিত হয় এবং বিশুদ্ধ আমোদ স্থান পায়, তদ্বিষয়ে মহারাণী বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। যাঁহার হৃদয় পবিত্রতার আধার, তিনি কি দুশ্চরিত্রতার প্রশ্রয় দিতে পারেন ?

পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইয়া মহারাণী এইরূপে দেশের নানা হিতসাধনে মনোযোগী হইয়াছিলেন।





পঞ্চম অধ্যায়।

সন্তান সন্ততি।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২১ শে নভেম্বর তারিখে বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে মহারাণীর জ্যেষ্ঠা কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। ইহাঁর নাম ভিক্টোরিয়া এডিলেড মেরী লুইসা। এই কন্যার জন্মকালে এলবার্ট পত্নীর বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। তিনি ভাল ভাল গ্রন্থ পাঠ করিয়া মহারাণার চিত্তবিনোদন করিতেন। ফলতঃ এলবার্টের সদ্‌গুণে তিনি বিমোহিত হইয়াছিলেন।

বেলমোরাল্ নামে মহারাণীর একটী পর্ব্বত-প্রাসাদ আছে। লুইসার যখন পঞ্চদশ বৎসর বয়স তখন জর্ম্মন সম্রাটের পুত্র ফেড্রারিক উইলিয়ম এইস্থানে আগমন করেন। মেরী লুইসার পাণি গ্রহণে তাঁহার অভিলাষ ছিল। কিন্তু এলবার্ট পঞ্চদশ বর্ষীয়া কন্যার বিবাহ দিতে অসম্মত হইলেন। ইহার দুই বৎসর পরে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে এই পরিণয় ব্যাপার সম্পন্ন হইল। তদুপলক্ষে মহাসমারোহ হইয়াছিল। মেরী লুইসা সুশিক্ষিতা রমণী ছিলেন। সুবিজ্ঞ পিতামাতার যত্নে ও সদ্দৃষ্টান্তে তাঁহার হৃদয়ে নানাপ্রকার সদগুণ আশ্রয় লাভ করিয়াছিল। তিনি কখন ভোগ বিলাসের দিকে ভ্রূক্ষেপ করেন নাই। জর্ম্মণীর রাজপরিবারে বিলাসিতার বিশেষ আড়ম্বর ছিল। তিনি তাহা ভাল বাসিতেন না। একদিন তিনি স্বহস্তে কয়েকখানি কেদারা গৃহের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে সরাইয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া একজন সম্ভ্রান্ত জর্ম্মন রমণী বিস্মিত হইলেন ও লুইসাকে এরূপ কাজ করিতে বারণ করিলেন। লুইসা বলিলেন, “আমার মাতা সুবিস্তৃত রাজ্যের রাণী।

তাঁহাকেও আমি কেদারা বহন করিতে দেখিয়াছি। যে কার্য্য করিতে তিনি তিলমাত্র কুণ্ঠিত হন না, আমার কি তাহাতে অপমান বোধ হয়?" আর এক দিন তিনি নিজের কাপড় গুছাইয়া রাখিতেছিলেন দেখিয়া তাঁহার শ্বশুরকুলের লোক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তিনি তাহাতে অপ্রতিভ না হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপ উত্তর দিয়া তাঁহাকে নিরুত্তর করিলেন। এই মেরী লুইসার জ্যেষ্ঠ পুত্রই জর্ম্মণীর বর্ত্তমান সম্রাট্।

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্র এলবার্ট এড্ ওয়ার্ডের জন্ম হয়। ইনিই প্রিন্স অব ওয়েল্স্। পিতার তত্ত্বাবধানে তিনি সুশিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁর হৃদয়ও সদ্গুণের আধার। সন্তান সন্ততি পিতামাতার প্রকৃতিলাভ করিয়া থাকে, ইনিই তাহার দৃষ্টান্ত স্থল। দরিদ্রের অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে তিনি সতত প্রয়াসী। গো ও অশ্ববংশ যাহাতে উন্নত হইতে পারে, তদ্বিষয়ক চিন্তায় তিনি নিজের অনেক সময় অতিবাহিত করেন। ২২ বৎসর বয়ঃ-ক্রমকালে তিনি ডেনমার্কের অধিপতির জ্যেষ্ঠা কন্যা আলেকজান্দ্রার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে

তিন কন্যা ও তিন পুত্র জন্মিয়াছিল। তন্মধ্যে এখন এক পুত্র ও তিন কন্যা জীবিত আছে।

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ শে এপ্রিল তারিখে মহারাণীর তৃতীয়া কন্যা ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার নাম এলিস মড মেরী। ১৯ বৎসর বয়সের সময় তিনি হেসির সহিত পরিণীতা হন। হেসি ড্যামষ্টাডের ডিউক ছিলেন। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার সন্তানগণ এক ভয়ানক সংক্রামক রোগগ্রস্ত হয়। তাহাদের শুশ্রূষা করিতে এলিসও রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার এক দুহিতা বর্ত্তমান রুষ-সম্রাটের মহিষী। এলিস পরোপকারব্রতে দীক্ষিত ছিলেন।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট তারিখে মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র আলফ্রেড আর্ণেষ্ট এলবার্ট জন্মগ্রহণ করেন। ৩০ বৎসর বয়সের সময় তিনি দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার পত্নীর নাম মেরী। মেরী ভূতপূর্ব্ব রুষসম্রাট দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডারের একমাত্র তনয়া। সঙ্গীতের প্রতি আলফ্রেডের সাতিশয় অনুরাগ দেখা যায়। বেহালা বাদনে তিনি সিদ্ধ হস্ত।

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মে তারিখে হেলেনা

অগষ্টা ভিক্টোরিয়া নামে মহারাণীর আর এক কন্যা জন্মে। বিংশতি বৎসর বয়সের সময় তিনি রাজকুমার ফ্রেডারিক ক্রিশ্চিয়ানের পত্নী হন। তিনি স্বামীর সহিত ইংলণ্ডেই বাস করেন। দয়া ও পরোপকারিতা তাঁহার চরিত্রের প্রধান অলঙ্কার। দরিদ্রের দুঃখ দূর করা, ক্ষুধার্ত্তের মুখে অন্নদান করা এবং রোগীর শুশ্রূষা করা তাঁহার জীবনের ব্রত।

১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ্চ তারিখে মহারাণীর আর এক কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম লুইসা কেরোলাইন এলবার্টা। তিনি রূপে অতুলনীয়া। ২৩ বৎসর বয়সের সময় পরিণীতা হইয়া স্বামীর সহিত তিনি কেন্‌সিংটন প্রাসাদে বাস করিতেছেন।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসের প্রথম দিবসে উইলিয়ম পেট্রিক নামে মহারাণীর এক পুত্র জন্মে। ২৯ বৎসর বয়সের সময় জর্ম্মণ সম্রাট প্রথম উইলিয়মের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজকুমার ফ্রেডারিক চার্লসের দুহিতা লুইসা মারগারেটের সহিত তাঁহার পরিণয় হয়। রাজকুমার আর্থার কয়েক বৎসর বোম্বাইয়ের প্রধান সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল তারিখে লিওপোল্ড জর্জ ডানকান নামে মহারাণীর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। রাজকুমারী হেলেনার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি বড় বিদ্যানুরাগী ছিলেন। বিবাহের দুই বৎসর পরে তিনি পরলোক গমন করিয়াছেন।

১৮৫৭ সালের ১৪ই এপ্রিল তারিখে মহারাণীর সর্ব্ব কনিষ্ঠ সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম বিয়াট্রিস্ মেরী ভিক্টোরিয়া ফিওডোরা। বাটেন বার্গের রাজকুমার হেনরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

মহারাণী চারিটী পুত্র ও পাঁচটী কন্যা গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য, একথা তিনি বেশ বুঝিতেন। এলবার্টেরও এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা ছিল। তাঁহারা উভয়েই পুত্র কন্যাদিগকে সুশিক্ষা প্রদানে যত্ন করিতেন। লেডী লিটল্‌টন নাম্নী এক গুণবতী রমণী তাঁহাদের শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিতেন। সন্তানেরা যেন বিলাসী না হয় তৎপ্রতি ভিক্টোরিয়ার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। বাল্যকালেই যেন তাহাদের হৃদয়ে ঈশ্বরভক্তির বীজ নিহিত হয়, এই অভিপ্রায়ে তিনি সন্তানদিগকে লইয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতেন। এত-

ভিন্ন, তিনি সযত্নে তাহাদিগকে শিষ্টাচার, সৌজন্য প্রভৃতি সদ্‌গুণ শিক্ষা দিতেন। কখন কোন সন্তান অশিষ্ট ব্যবহার করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতী-কার করিয়া যথেষ্ট শাসন করিতেন। কোন সময়ে দুই রাজকুমারী রঙ্গ দ্বারা একজন পরিচারিকার মুখ রঞ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন। মহারাণী এ বিষয় শুনিয়া তৎক্ষণাৎ কন্যাদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া পরিচা-রিকার সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আদেশে তাহারা পরিচারিকার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং নিজ নিজ খরচের টাকা হইতে তাহাকে নূতন বস্ত্র ক্রয় করিয়া দিতে বাধ্য হইল।

সৈন্যদের মধ্যে কৃত্রিম যুদ্ধ হইবার রীতি আছে। এক দিন মহারাণী জ্যেষ্ঠা তনয়াকে লইয়া এই যুদ্ধ দেখিতে গিয়াছিলেন। সৈন্যদিগকে অনর্থক বিরক্ত করিয়া আমোদিত হইবার নিমিত্ত সেই কন্যা হাতের রুমাল খানি শকট হইতে ভূতলে নিক্ষেপ করিয়া-ছিলেন। কয়েকজন সৈনিক পুরুষ তৎক্ষণাৎ রুমাল তুলিয়া দিবার জন্য উদ্যত হইল, কিন্তু মহারাণী তাহাদিগকে বারণ করিয়া কন্যাকে বলিলেন, "যাও, নিজে গিয়া রুমাল তুলিয়া আন।" তিনি

সন্তানদিগকে অনুচিত বিষয়ে প্রশ্রয় দিতেন না।

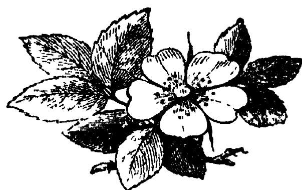
বয়োজ্যেষ্ঠ লোকদিগকে নাম ধরিয়া ডাকা বড়ই অভদ্রতা সূচক। সন্তানেরা যেন এই দোষে দূষিত না হয় তৎপ্রতি মহারাণী সতর্ক ছিলেন। তিনি এবং তাঁহার স্বামী ডাক্তার ব্রাউনকে নাম ধরিয়া ডাকিতেন। তাঁহাদের অনুকরণে সন্তানেরাও তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল। একদিন মহারাণী তাহা শুনিতে পাইয়া তাহাদিগকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন এবং ভবিষ্যতে যেন তাহারা এরূপ ব্যবহার আর না করে, তজ্জন্য তাহাদিগকে শাস্তি দিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিলেন।

রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া সন্তানেরা যেন বিলাসিতায় অঙ্গ ঢালিয়া নিত্য প্রয়োজনীয় সামান্য সামান্য কার্য্যে উপেক্ষা না দেখান, তৎপ্রতি মহারাণী ও এলবার্টের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। রাজ সন্তান হইয়াও তাহারা কৃষিকার্য্য, সূত্রধর ও রাজমিস্ত্রীর কার্য্য, রন্ধনকার্য্য প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কার্য্য সকল শিক্ষা করিয়াছিলেন। ওয়াইট দ্বীপে মহারাণীর একটী মনোরম প্রাসাদ আছে। ইহার নাম অস্‌বরণ

প্রাসাদ। এস্থানে মহারাণী নিজের নয়টী সন্তানকে একটী আবাস প্রদান করেন এবং প্রত্যেককে এক একটী উদ্যান উপহার দেন। এই সকল উদ্যানে এক এক জন সন্তান কার্য্য করিত। প্রত্যেকেই কোদালীদ্বারা ভূমি কর্ষণ করিয়া তাহাতে নানা প্রকার শাকশবজী ও ফল ফুলের গাছ রোপণ করিত। তাহার ফলস্বরূপ যাহা উৎপন্ন হইত, এলবার্ট তাহা ক্রয় করিতেন। এইরূপে এলবার্ট তাহাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং তাহারা অনায়াসে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এই স্থানের নিকটেই এক সূত্রধরের দোকান ছিল। রাজপুত্রেরা তথায় গিয়া সূত্রধরের কাজ শিখিত। এলবার্ট তাহাদের সহায়তা করিতেন। এইরূপে উৎ-সাহ ও অধ্যবসায়ের অনুসরণ করিয়া তাহারা ইষ্টক প্রস্তুত করতঃ একটী ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। উদ্যানে তাহাদের একটী রন্ধনশালা ছিল। তথায় রাজকুমারীগণ উদ্যানজাত উদ্ভিজ্জ দ্বারা নানা প্রকার ব্যঞ্জন ও পিষ্টকাদি প্রস্তুত করিতেন, কখন বা দুধ হইতে মাখন তুলিতেন এবং ফলদ্বারা আচার প্রস্তুত করিতেন। তাঁহাদের জন্মদিন বা অন্য কোন

পর্ব্বাহ উপলক্ষে তাঁহারা সেই সকল দ্রব্যে পিতা মাতাকে ভোজন করাইতেন। কিন্তু প্রধানতঃ সেই সকল দ্রব্য দরিদ্র দিগের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়া হইত।

এইরূপে এলবার্ট ও মহারাণীর যত্নে তাঁহাদের সন্তানেরা নানা গুণে ভূষিত হইয়াছিল। তাঁহারা নিজে যেরূপ সদ্‌গুণালঙ্কৃত ছিলেন, সন্তানদিগকেও তদ্রূপ শিক্ষা দিতে জানিতেন।





ষষ্ঠ অধ্যায়।

দেশ পর্য্যটন।



রা জত্বের প্রারম্ভেই মহারাণী অপেক্ষাকৃত বহুস্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে তিনি স্বামীর সহিত দেশ পর্য্যটনে প্রথম বহির্গত হন। তিনি যে যে স্থান পরিদর্শন করিয়াছেন, সেই সেই স্থানেই আনন্দ, সৌজন্য ও রাজ-ভক্তির উচ্ছ্বাস দৃষ্ট হইয়াছিল। কিছুকাল পরে ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা ইংলণ্ডের দক্ষিণোপকূলবর্ত্তী

স্থানসমূহ দর্শন করিতে বহির্গত হন। তাঁহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্ন করা হইয়াছিল। তাঁহারা যে সকল স্থানে গমন করিয়াছিলেন, মহারাণী সে সকল স্থানেই কতকগুলি ফুল সংগ্রহ করিয়া এক একটী পুষ্পগুচ্ছ নির্ম্মাণ করিতেন এবং স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ সেগুলি রক্ষা করিতেন।

ইহার পর কোন সময়ে মহারাণী ফরাসীরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। বহুদিন হইতে ইংলণ্ডের সহিত ফ্রান্সের অসদ্ভাব ছিল। মহারাণী সে অসদ্ভাব এই সময়ে দূর করিয়া দেন। ফরাসী-রাজ অন্তরের সহিত তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, এবং মহারাণীর সৌজন্য হৃদয়ে অনু-ভব করিয়া কিছুকাল পরে তিনিও মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ইংলণ্ডে পদার্পণ করেন।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী স্বামীর সহিত জর্ম্মণী দেশে গমন করেন। এখানকার নানাস্থান দর্শন করিয়া মহারাণী প্রীত হন। এই সময়ে তিনি কিছুকালের জন্য শ্বশুরালয়ে বাস করেন। তাঁহার চিত্তবিনোদনের জন্য গথানামক স্থানে হরিণ শিকারের উদ্যোগ হয়। অরণ্য হইতে মৃগ সকল তাড়াইয়া আনিয়া নির্দ্দিষ্ট

কোন স্থানে আবদ্ধ করা হয়, এবং শিকারি সকল বাদ্য বাজাইয়া বাদ্যের তালে তালে নিরীহ হরিণ-গুলিকে গুলি করিতে থাকে। মহারাণী এই ব্যাপারে সুখী হইতে পারেন নাই। যাঁহার হৃদয় দয়ায় পূর্ণ, তিনি কি অব্যথিত হৃদয়ে এ নিষ্ঠুরতা দেখিতে পারেন ?

মহারাণী প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিতে বড় ভাল-বাসিতেন। পার্ব্বত্য বন শোভা তাঁহার হৃদয়ে অপার আনন্দ বিস্তার করিত। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্কট্‌লণ্ডের পশ্চিম উপকূল দর্শন করিতে যান। তখন তিনি তথাকার পার্ব্বত্য শোভা দর্শনে এতদূর মুগ্ধ হন যে শীঘ্রই তিনি বেলমোরাল্ নামক দুর্গাবাস ক্রয় করেন। বেলমোরালের দৃশ্যও অতি মনোরম। এস্থানে পার্ব্বত্য শোভা ও বনশোভা একত্র বিরাজ-মানা। বস্তুতঃ, ইহা যেন প্রকৃতির কম-কুঞ্জ। যত দিন তাঁহার স্বামী জীবিত ছিলেন, ততদিন মহারাণী প্রতি বৎসর এই স্থানে গমন করিতেন।

মহারাণী আরও অনেকানেক স্থান দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। সর্ব্বত্রই তিনি যথোচিত সম্মান ও অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে তিনি প্রজাদিগের অবস্থা, আচারব্যবহার ও রাজভক্তি প্রত্যক্ষ করেন।



সপ্তম অধ্যায়।

মহত্ত্ব।



মহারাণীর চরিত্র মহত্ত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দয়া, পরোপকারিতা, সৌজন্য, ক্ষমা, নিরভিমান প্রভৃতি সদ্‌গুণের জন্য তিনি চিরবিখ্যাত। পরের দুঃখে তাঁহার চক্ষে চিরদিন জল আইসে, এবং পরের দুঃখ দূর করিতে চিরদিন তাঁহার আনন্দ হয়। কোন প্রকারে পরের উপকার করিতে পারিলে তিনি আপনাকে কৃতার্থ মনে করেন। পরোপকারে আত্মসুখ বিস-

র্জ্জন দিতে তিনি কখন কুণ্ঠিত হন নাই। কোন সময়ে তাঁহার সন্তানদিগের শিক্ষয়িত্রীর মাতা পীড়িত হন। তাহার শুশ্রূষার জন্য শিক্ষয়িত্রী রাজসন্তান-দিগের অধ্যাপনা কার্য্য পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করেন। ইহা অবগত হইয়া মহারাণী সহৃদয়তার পরিচয় দিলেন। তিনি বলিলেন, "যত দিন আব-শ্যক বোধ কর, ততদিন তুমি তোমার মাতার সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত থাক,—তোমার কর্ম্মত্যাগের কোন প্রয়োজন দেখিনা। তোমার অনুপস্থিতি কালে আমি ও এলবার্ট তোমার কার্য্য করিব।" এইরূপে বিদায় পাইয়া শিক্ষয়িত্রী জননীর শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু কোন ক্রমেই জননীকে বাঁচাইতে পারিলেন না। মাতার মৃত্যুর পর তিনি রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়া নিজ কার্য্য গ্রহণ করিলেন। মহারাণীর সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহার হৃদয়ের ব্যথা কতক উপশমিত হইল বটে, কিন্তু তিনি তাঁহার স্নেহময়ী জননীকে ভুলিতে পারিলেন না। যে দিন তাঁহার মাতার মৃত্যু হইয়াছিল, এক বৎসর পরে আবার সেইদিন উপস্থিত হইল। তখন তিনি রাজসন্তান দিগকে পড়াইতেছিলেন,—তাঁহার মাতার কথা মনে পড়িল,

অমনি তিনি শোকোচ্ছ্বাসে আত্মহারা হইয়া 'মা', 'মা' বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সন্তানদিগের মুখে মহারাণী এ বিষয় শুনিয়া শিক্ষয়িত্রীর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সান্ত্বনা বাক্যে তাহাকে সে দিনের জন্য বিদায় দিলেন। এই সময়ে মহারাণী তাঁহাকে শোকচিহ্ন-স্বরূপ দুইখানি অলঙ্কার প্রদান করিয়াছিলেন।

অন্য এক সময়ে একটী প্রাচীনা স্ত্রীলোক ব্যাধি-যন্ত্রণায় ক্লেশ পাইতেছে শুনিয়া মহারাণী তাহার শয্যা পার্শ্বে গিয়া ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। তথাকার ধর্ম্মযাজক একজন অপরিচিত স্ত্রীলোক রোগিপার্শ্বে বসিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছে দেখিয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। মহারাণী তদ্দর্শনে বলিলেন "আপনার ধর্ম্মোপদেশে ইঁহার হৃদয়ে যে শান্তির উদ্রেক হইবে আমি তদ্রূপ উপদেশ দিতে সক্ষম নহি, অতএব আপনি এখানে আসিয়া বসুন।"

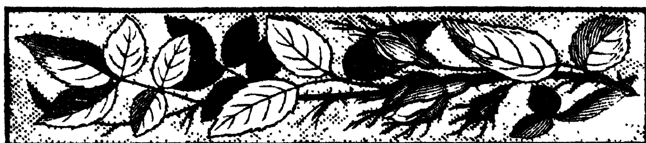
একদিন মহারাণী উইণ্ডসর প্রাসাদের সম্মুখস্থ রাজ-পথে দাঁড়াইয়া প্রাসাদের চিত্র অঙ্কিত করিতে ছিলেন। তাঁহার পরিচারক তখন দূরে অবস্থিত ছিল। একজন মেষপালক তাঁহাকে সামান্য এক জন স্ত্রীলোক মনে করিয়া বলিল "ওগো রমণি, মেষ

গমনের পথ দাও।” তখন মহারাণীর পরিচারক বলিল “তুমি কি জান ইনি কে?” সে একটুকু উগ্রতার সহিত উত্তর করিল “আমার তাহাতে কোন প্রয়োজন নাই। এ পথ ছাড়িয়া সরিয়া যাইতেই হইবে।” পরিচারক মহারাণীর পরিচয় দিলে সে ভীত হইল। মহারাণী এই ব্যাপার শুনিয়া মেষপালককে সৌজন্যের সহিত সান্ত্বনা করিয়া তাহার পথ ছাড়িয়া দিলেন। মহারাণীর এইরূপ সৌজন্যের অনেক দৃষ্টান্ত আছে।

মহারাণীর বেলমোরাল প্রাসাদের নিকট যে সকল দরিদ্র স্ত্রীলোক বাস করে, তিনি বৎসর বৎসর তাহাদিগকে শীতবস্ত্র প্রভৃতি দান করিয়া তাহাদের দুঃখ নিবারণ করেন। যে ব্যক্তি দুঃখ দারিদ্র্য-পীড়িত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হয়, তিনি তাহার মনস্কামনা পূর্ণ করেন। ফলতঃ, তিনি শরণাগত-বৎসলা। তিনি নিজ ব্যয়ে প্রাসাদের নিকটে অনাথ আবাস স্থাপন করেন। দরিদ্রেরা বিনা চিকিৎসায় যেন মৃত্যুমুখে পতিত না হয়, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য। নিরাশ্রয় লোকদিগের জন্য তাঁহার এক অতিথিশালা আছে। বস্তুতঃ লোকের উপকারের জন্য যে সকল

উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে, তিনি তাহাতে ক্রুটী করেন নাই। তাঁহার প্রণীত কয়েকখানি পুস্তক আছে। ইহা দ্বারা যে আয় হয়, তাহা হইতে দরিদ্র ছাত্রদিগের উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি কয়েকটী বৃত্তি স্থাপন করিয়া দিয়াছেন। তিনি কখন অন্যের ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার সর্ব্ব-জীবে দয়া দৃষ্ট হয়। কুকুর, বিড়াল, অশ্ব, গো প্রভৃতি জন্তুও তাঁহার তত্ত্বাবধানে সুখে বাস করে। তাহাদের উপর নিষ্ঠুরতা তিনি কখন সহ্য করিতে পারেন না।





অষ্টম অধ্যায়।

শোক।



সংসারে অবিমিশ্র ও অবিচ্ছিন্ন সুখ কাহার ভাগ্যে ঘটে না। যিনি বাল্যে স্নেহশীলা মাতার যত্নে কখন দুঃখের মুখ দেখেন নাই এবং যৌবনে বিভুর কৃপায় সুখ-শান্তির ক্রোড়ে অবস্থিত ছিলেন, এখন তাঁহার জীবনের সুনীল গগনে মেঘের সঞ্চার হইল। খ্রীষ্টীয় ১৮৬১ অব্দের মার্চ্চ মাসে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্নেহময়ী জননী লোকলীলার চরম সীমায় উপনীত হই-

লেন। মহারাণীর হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া জননীর মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। বেলা সাড়ে নয়টার সময় ৭৫ বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা লুইসা চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন। মহারাণীর হৃদয় শোকে আচ্ছন্ন হইল।

শোক সন্তপ্তা ভার্য্যার চিত্ত শান্ত করিবার মানসে এলবার্ট তাঁহাকে সমুদ্রতীরবর্ত্তী অস্‌বরণ প্রাসাদে লইয়া গেলেন। তথায় প্রকৃতির দৃশ্য বৈচিত্র্যে এবং তাঁহার ঐকান্তিক যত্ন ও চিত্ত প্রসাদক মধুর আলাপে মহারাণীর শোকবেগ কিঞ্চিৎ মন্দীভূত হইল। কয়েক মাস পরে তাঁহারা আয়র্লণ্ডে গমন করিলেন। তথায় নানা স্থানে নানা লোকের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু তাঁহাদের হৃদয়ের সন্তাপ দূর হইল না। তাঁহারা স্কট্‌লণ্ডে পদার্পণ করিলেন, তথাকার সুন্দর সুন্দর স্থান দর্শনে তাঁহাদের নয়ন তৃপ্ত হইল, হৃদয়েও কতকটা আনন্দ জন্মিল, কিন্তু তাঁহারা লুইসার বিয়োগ দুঃখ একেবারে ভুলিতে পারিলেন না।

কয়েকমাস পরেই মহারাণীর হৃদয় ঘোর অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবার পূর্ব্বাভাস দেখা দিল। নভেম্বর মাসের শেষ ভাগে এলবার্ট অসুস্থ হইলেন। ক্রমে

অসুস্থতা মৃদুজ্বরে পরিণত হইল। যথোচিত চিকিৎসা চলিতে লাগিল কিন্তু তাহাতে বিশেষ উপকার লক্ষিত হইল না। মহারাণী ভীত হইলেন। মাতার শোক না ভুলিতেই আবার এক দুঃসহ শোক তাঁহার জীবনের সকল সুখ গ্রাস করিতে উদ্যত হইল! এলবার্টের পীড়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। রাজ সংসারে বিষাদের ছায়া পড়িল। মহারাণী ব্যাকুল হইলেন। যাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়া তিনি সুখী হইয়াছিলেন, যাঁহার প্রীতি স্নিগ্ধ মধুর প্রকৃতির ছায়ায় তিনি সংসারের জ্বালাযন্ত্রণা ভুলিয়া প্রাণ জুড়াইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং অধিক কি যাঁহার অনন্যসাধারণ সহৃদয়তায় সংসার তাঁহার চক্ষে দেবভোগ্য অমরাবতীর ন্যায় সুখশান্তিময় প্রতীয়মান হইয়াছিল, বুঝি অচিরেই সেই মহাত্মার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়া আসিল। এলবার্ট দিন দিন দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন। সুবিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের চেষ্টা ব্যর্থ হইতে লাগিল। মহারাণীর হৃদয় যেন ভাঙ্গিয়া গেল। বিভুর গুণকীর্ত্তন শ্রবণই এখন এলবার্টের একমাত্র প্রিয় বিষয় হইল। ব্যাধি যন্ত্রণায় কাতর হইলেও তিনি ভবভয়হারী ভগবানের পদার-

বিন্দ ক্ষণেকের জন্য বিস্মৃত হন নাই। কখন মহা-রাণীর মুখে কখন রাজকুমারী এলিসের মুখে তিনি জগদীশ্বরের মধুময় নাম গান শ্রবণ করিয়া পরম পুলকিত হইতেন, কখন বা ভক্তিরসে বিভোর হইয়া যুক্তকরে ও নিমীলিত নয়নে তদীয় আরাধনার ধনকে মনে মনে ডাকিতেন।

ক্রমে পীড়া গুরুতর হইয়া উঠিল। ১৫ই ডিসেম্বর তারিখে চিকিৎসকেরা ভগ্নোৎসাহ হইলেন। রাজপরিবারে বিপদ ও উদ্বেগের রেখা প্রতিভাত হইল। মহারাণীর হৃদয়ে শোকসাগর উথলিয়া উঠিল। কিন্তু তিনি বহু আয়াসে হৃদয়ের বেগ সংবরণ করতঃ স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। এলবার্টের অবস্থা ক্রমে আরও শোচনীয় হইয়া উঠিল। এ দৃশ্য মহারাণীর প্রাণে সহ্য হইল না। তিনি কক্ষান্তরে গেলেন। ক্রমে এলবার্টের জীবন-দীপ হীনপ্রভ হইয়া আসিল। মহারাণী ও তাঁহার সন্তানগণ এলবার্টের চতুর্দ্দিকে অবনতজানু হইয়া বসিলেন। প্রাসাদের ঘড়িতে রাত্রি ১০টার পর তৃতীয় কোয়ার্টার বাজিল; এলবার্টের জীবনদীপের নির্ব্বাণ হইল। রাজপুরীতে শোকের তুমুল উচ্ছ্বাস উঠিল।



নবম অধ্যায়।

———০০———

বৃদ্ধাবস্থা।



পতির বিয়োগে মহারাণীর হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রফুল্লতা চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইল। তাঁহার বদন মলিন ও স্ফূর্ত্তিহীন ভাবধারণ করিল। আমোদ উৎসবে যোগদান করিবার উৎসাহ চিরদিনের জন্য তাঁহার হৃদয় হইতে তিরোহিত হইল। তিনি যারপর নাই ম্রিয়মাণ হইলেন। সকলেই তাঁহার দুঃখে সমবেদনা জ্ঞাপন করিল। রাজকুমারী এলিস মূর্ত্তিমতী সান্ত্ব-

নার ন্যায় তাঁহার শোকাপনয়নে নিযুক্ত রহিলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার অশেষ যত্ন ও সান্ত্বনাগুণে মহারাণীর শোকের তীব্রতা কিছু কমিল।

এক বৎসর পরে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে রাজকুমারী এলিসের বিবাহ হইল। তিনি পতির সহিত জর্ম্মণদেশে শ্বশুরালয়ে গমন করিলেন। ইহার পর আরও এক বৎসর অতীত হইল। কিন্তু মহারাণীর হৃদয়ের বিষাদ কালিমা দূর হইল না। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মহাসমারোহের সহিত মহারাণীর জ্যেষ্ঠ পুত্রের পরিণয় ব্যাপার সম্পন্ন হইল। লণ্ডন নগরে আবার আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। কিন্তু উৎসবের দিনে মহারাণীর হৃদয়ে পূর্ব্বস্মৃতি যেন আরও বিশদভাব ধারণ করিল। যাহা হউক এই বিবাহের পর মহারাণী দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। নানাস্থান পর্য্যটন করিয়া নানা লোকের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার হৃদয় অপেক্ষাকৃত প্রকৃতিস্থ হইল। তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ক্রমে তাঁহার অন্যান্য সন্তানদিগের বিবাহ হইল।

মহারাণীর হৃদয়ে শোকের মূর্ত্তি আবার সজীব হইয়া উঠিল। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দয়াবতী

তনয়া এলিস অকালে কালকবলে পতিত হইলেন। এই নূতন শোক ভুলিতে না ভুলিতেই আবার রাজ-সংসারে মৃত্যুর বিভীষিকা দেখা দিল। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণীর কনিষ্ঠ পুত্র লিওপোল্ড অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। ইহার চারি বৎসর পরে মহারাণীর জ্যেষ্ঠ জামাতার মৃত্যু হইল। ক্রমে আরও চারি বৎসর অতীত হইল। যুবরাজ প্রিন্স-অব ওয়েল্‌সের জ্যেষ্ঠ পুত্র সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। এই পৌত্রশোকই মহারাণীর শেষ শোক নহে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণীর আর এক জামাতা পরলোক গমন করিলেন। ইঁহার সহিত রাজদুহিতা বিয়াট্রিসের বিবাহ হইয়াছিল। এলবার্টের মৃত্যুর পর বিয়াট্রিসই মহারাণীর অবলম্বন স্বরূপ হইয়াছিলেন। ভ্রমণকালে মাতার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া, কাজকর্ম্মে তাঁহার সহায়তা করিয়া, এবং সুমধুর আলাপে তাঁহার হৃদয়ে প্রীতি জন্মাইয়া বিয়া-ট্রিস মহারাণীর এই বৃদ্ধ বয়সে শোকের দংশন জ্বালায় শান্তি প্রলেপ দিতে প্রয়াস পাইতেন। তাঁহার অকাল বৈধব্যে মহারাণী ব্যথিত হইলেন।





উপসংহার।

শোক পরম্পরায় মহারাণী ব্যথিত হইলেন,—বিচলিত হইলেন না। ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতায় নির্ভর করিয়া এবং ঈশ্বরের মঙ্গলময় নাম স্মরণ করিয়া তিনি আপন কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিলেন। তিনি আর্ত্তের বন্ধু ও বিপন্নের সহায়। যেখানে লোকের ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হয়, লোকে হাহাকার করে, তিনি সেই খানেই আপন সহানুভূতি দেখাইয়া, কথায় ও কার্য্যে সে ক্রন্দন, সে হাহাকার দূর করেন। তিনি এখন ভারতের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। সুদূর সাগরপারে অবস্থান করিয়াও তিনি ভারত-বাসীর দুঃখ ও অভাব দূর করিতে যত্ন করেন। ভারতের অবস্থা উত্তমরূপে অবগত হইবার নিমিত্ত

তিনি উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার হৃদয়ে ভারতবাসীর মঙ্গল কামনা চিরবিরাজমান্। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে যখন সিপাহীবিদ্রোহ হয়, তখন তিনি ভারতবাসীকে তাঁহার মঙ্গলকামনা জানাইয়া ভারতের শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। তদ-বধি ভারতবাসী সুখশান্তিতে বাস করিতেছে এবং তাঁহার প্রীতি ও সৌজন্যে আপ্যায়িত হইয়াছে। তাঁহার শাসনে ভারতের অশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, বহু কুপ্রথার বিলোপ হইয়াছে এবং সুশিক্ষার বিস্তার হইয়াছে। তিনি দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করিয়া ভারতের অশেষ উপকার সাধন করিতেছেন। এজন্য ভারতবাসীমাত্রই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

খ্রীষ্টীয় ১৮৮৭ সালের জুন মাসে মহারাণীর রাজত্বের পঞ্চাশৎ বর্ষ কাল পূর্ণ হইয়াছিল। তদু-পলক্ষে সর্ব্বত্রই আনন্দের উৎস প্রবাহিত হইয়াছিল। মহারাণীর বিপুল রাজ্যের প্রজাসকল এ মহোৎ-সবে উৎফুল্ল হৃদয়ে যোগদান করিল। দেশে দেশে আনন্দের প্রবাহ ছুটিল। নগর সকল সুশোভিত হইল। রাজা প্রজা সকলেই মহানন্দে মহারাণীর জুবিলী উৎসব সম্পন্ন করিল।

ইহার দশ বৎসর পরে মহারাণীর রাজত্বের ষাট বৎসর পূর্ণ হইলে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আবার 'হীরক জুবিলী' উৎসব সম্পন্ন হইল। সকলেই এক প্রাণে আনন্দ ব্যাপারে আমোদিত হইল। দেশ সকল আবার উৎসব মূর্ত্তি ধারণ করিল। রাজা প্রজা সকলেই মহারাণীর দীর্ঘ জীবনের জন্য কায়মনে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল।

মহারাণী এখনও রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন এবং সকলের হিতসাধনে যত্ন করিতেছেন। ঈশ্বর করুন তিনি যেন আরও কিছুকাল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রজার মঙ্গল বিধান করেন।



